কল্কিপুরাণম্।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক পদ্য ছন্দে বিরচিত।

কলিকাতা।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিট ৮ সংখ্যক ভবনে

সংবাদ-জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে

তদ্দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৫ সাল।

এই পুস্তক কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিট ৮ ভবনে উক্ত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিট ৮ সংখ্যক ভবনে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বৈদ্যশাস্ত্র। মুক্তাবলি ॥০ পরিভাষা প্রদীপ ॥০ চক্রপাণি দত্ত কৃত সটীক দ্রব্যগুণ ১৲ শার্ঙ্গধর ১৲ চরক শ্রীযুত গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের টীকা সহিত প্রথম খণ্ড হইতে অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত ৫৲ বাগ্‌ভট্ট সূত্রস্থান ১৲ মাধব নিদান সটীক ৩৲ ভৈষজ্যরত্নাবলি সম্পূর্ণ ৩৲ সুশ্রুত সম্পূর্ণ ৩॥০ প্রয়োগচিন্তামণি ১ম খণ্ড ॥০ লোলিম্বরাজ ১৲।

জ্যোতিষ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১॥০।

ন্যায়। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য ২৲ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ১৲ তত্ত্বচিন্তামণি ৶০ ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলি সহিত ।৶০ কুসুমাঞ্জলি ।০ তত্ত্বোপস্কার ।৶০

ছন্দশাস্ত্র। ছন্দমঞ্জরী মূল ।০ শ্রীযুত রামতারণ শিরোমণির সম্পূর্ণ টীকা সহিত ॥০ পিঙ্গল সটীক ১॥০।

অলঙ্কার। সাহিত্যদর্পণ ১৲ চন্দ্রালোক ৶৹

প্রহসন। হাস্যার্ণব ।০।

কাব্যশাস্ত্র। শিশুপালবধ সটীক ১ম ৪র্থ খণ্ড ২৲ কিরাতার্জ্জুনীয় সটীক ২৲ মূল মাত্র।৹ কুমারসম্ভব পূর্ব্ব ॥৹ মেঘদূত ইংরাজী অনুবাদ ॥৹ স্কৃত সটীক।৶৹ নলোদয় সটীক।৶৹ ঋতুসংহার সটীক।৴৹ রত্নপঞ্চক /৹ সূর্য্যশতক /৹ ভামিনিবিলাস।৹ চাণক্যশ্লোক /৹ শৃঙ্গারতিলক সটীক ৶৹ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী /৹ কাব্যসংগ্রহ ২৲ গীতগোবিন্দ সটীক ॥৹ বৈরাগ্যশতক ৶৹।

নাটক। রত্নাবলী সম্পূর্ণ টীকা সহিত ৸৹ বিক্রমোর্ব্বশী সটীক ৸৹ মালবিকাগ্নিমিত্র ॥৹ বসন্ততিলকভাণ।৹ মহাবীরচরিত ৸৹।

কোষ। হারাবলি ৶৹ অমরকোষ ॥৹ মেদিনী ১৲ উইলসন সাহেবের কৃত সংস্কৃত ইংরাজী ডিক্সনারী সম্পূর্ণ ৬৲ হেমচন্দ্রকোষ সটীক ১৲।৹

সাহিত্য। বর্ণপরিচয় /৹ দশকুমারচরিত পূর্ব্ব উত্তর ॥৹ হিতোপদেশ ॥৹ ভোজপ্রবন্ধ।৹।

ব্যাকরণ। লঘুকৌমুদী মূল মাত্র ॥৹ মুগ্ধবোধ মূল মাত্র ॥৹।

দর্শন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ১৲।

বেদান্ত। বিবেকচূড়ামণি ।০ মুক্তিকোপ নিষৎ ৫৹ ভাষ্য টীকা সহিত ঈশ ৵০ কেন ৵০ কঠ ।০ প্রশ্ন ।৵০ মুণ্ড ।/০ মাণ্ডূক্য ১৲ বেদান্ত পরিভাষা ॥০।

ধর্ম্মশাস্ত্র। সপ্তশ্লোকী গীতা ৫৲ নবগ্রহ স্তোত্র ৫৲ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি ৵০ শ্রগ্ধরা স্তোত্র ৵০ অথানুস্মৃতি ।০।

হিন্দী। मनभावनी भाषा टीका सहित श्रीमद्भगवद्गीता १॥) बांङ्गला हिन्दी की दुलिहाज =) परिमाणा विद्या -) माध विलास -) नजीर की सैर ।) बैताल पच्चीसी ॥।) खैर-याहकी बारमासी -) रामकृष्णबारमासी -

प्रबोधचन्द्रोदय ॥) उत्तर .... भूषण ।=) ख्याल कङ्काली को ।) रामायण ... प्रेमसागर ...

কল্কিপুরাণের সূচীপত্র।

ইতি কল্কিপুরাণের সূচীপত্র।

কল্কিপুরাণ

কলি বিবরণ।

ইন্দ্রাদি দেবতা যাঁরে, করে আরাধনা।
এমন অনন্তদেবে, করি উপাসনা॥
কি বেদে কি তন্ত্রে আগে বন্দিয়াছে যাঁরে।
বিঘ্নবিনাশন হেতু নমিতেছি তাঁরে।

যাঁহা হতে হল সব পাতক নিধন।
ঘোড়া চড়ে সদা তিনি করেন গমন॥
সত্য আদি যুগ সৃষ্টি করেছে যে জন।
কল্কি নামে হরি তিনি করুন্ রক্ষণ॥

নৈমিষ অরণ্যবাসী শৌনকাদি মুনি।
জিজ্ঞাসে কল্কির কথা সুতমুখে শুনি॥
সুত বলে শুন শুন কথা সুধাময়।
পূর্ব্বকালে প্রজাপতি নারদেরে কয়॥

নারদ ব্যাসেরে বলে শুনে শুক পরে।
শুকমুখে শুনে রাজা পরীক্ষিত তরে॥

শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গেলে বড় বাড়ে কলি।
সূত বলে শুন ঋষি সেই কথা বলি॥
পাতকে সৃজিল ব্রহ্মা ঘোর কৃষ্ণকায়।
বংশ কথা কৈতে তার হৃদি কেঁপে যায়॥
মিথ্যা ভার্য্যা, দম্ভ পুত্র কন্যা তার মায়া।
ডাগর হইলে দম্ভ মায়া হল জায়া॥
মায়া পেটে জন্মে লোভ তনয়া নিকৃতি।
সময়ের গুণে পুরে দোঁহে হল প্রীতি॥
ক্রোধ পুত্র হিংসা কন্যা হইল তাঁহার।
ভাই বোনে বিয়ে করি কলি অবতার॥
কাল লম্বা পেট মোটা অতি কদাকার।
খেলা সোনা বেশ্যা মদে থাকে অনিবার॥
গাত্র গন্ধে ভূত প্রেত পলাইয়া যায়।
দেখে মূর্ত্তি সুরাসুর সবে ভয় পায়।
দুরুক্তি ভগিনী গর্ভে কলির ঔরসে।
ভয় পুত্র মৃত্যু কন্যা হল কালবশে॥

তাহাদের সমাগমে অপত্য নিরয়।
যাতনা হইল কন্যা অধর্ম্মের জয়॥
ক্রমেতে কলির বংশ অত্যন্ত বাড়িল।
যাগ যজ্ঞ বেদ পাঠ সকলি নাশিল॥
লোক সব দুরাচারী মত্ত অহঙ্কারে।
শোক দুঃখ জরা ব্যাধি ঘেরিল সবারে॥
বেদ হীন দ্বিজ দীন শূদ্রে সেবা করে।
বেচে মদ মাংস বেদ পরনারী হরে॥
কলিকালে আয়ু কম ধনিরা কুলীন।
সুদ খোর বিপ্র পূজ্য কুকাজে প্রবীণ॥
তাপসী সন্ন্যাসী ভণ্ড গুরু নিন্দাকারী।
গৃহাসক্ত গণ্ডমূর্খ চোর দুরাচারী॥
স্ত্রীপুরুষ রাজি মাত্র বিয়ে করা হয়।
ভাই বন্ধু পিতা মাতা কেহ কার নয়॥
কেশ বেশ পরিষ্কার কুকাজেতে রত।
গালাগালি মারামারি করে অবিরত॥
কাঁধে পৈতে দ্বিজ বলে দণ্ডী দণ্ড করে।
নাম মাত্র তীর্থ সব আয়ু থাকতে মরে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম দূরে থাক উদরের তরে।
পূজা পাঠ করে দ্বিজ চাঁড়ালের ঘরে॥

পতি রৈতে উপপতি করে নারীগণ ।
বৈধব্য যন্ত্রণা কেউ না জানে কেমন ॥
অনিয়মে জল বর্ষে শস্য হানি করে ।
অন্ন বিনে দৈন্য প্রজা রাজা সব হরে ॥
কলির প্রথম পাদে কৃষ্ণে দ্বেষ করে ।
দ্বিতীয়েতে নামমাত্র কেহ নাহি ধরে ॥
তৃতীয়ে জারজ জন্ম চেরে একাকার ।
স্বর্গে থাকি দেবগণ না পান আহার ॥
সেই খেদে দেবতারা ধরণীরে ধরে ।
ব্রহ্মার সমীপে গিয়ে নিবেদন করে ॥
ইতি কলি বিবরণ কথা ।

কল্কির জন্ম কথা ।

দেবগণে লয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু কাছে যান ।
স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু করেন বিধান ॥
চল সবে দেবগণ আর ভয় নাই ।
এখনি নাশিতে কলি অবনিতে যাই ॥
শম্ভলে যাইব আমি বিষ্ণুযশা ঘরে ।
সিংহলে যাউক লক্ষ্মী কৌমুদি উদরে ॥

দুষ্টে মারি করি রাজা দেবাপি মরুরে।
আসিব আলয়ে ফিরে সত্যযুগ করে॥
এত বলি সুমতির গর্ভে ভগবন।
বৈশাখ দ্বাদশী শুক্লে অবতীর্ণ হন॥
সুর নর দেখে তুষ্ট করে কত দান।
অপ্সরেরা নৃত্য করে গন্ধর্ব্বেরা গান॥
ধাই কার্য্য করে ষষ্ঠী শুদ্ধ গঙ্গাজলে।
অম্বিকা কাটিল নাই জয় জয় বলে॥
মেনা দেন বসুমতী, সাবিত্রী আঁতুরে।
আর আর মেয়েগুলো মঙ্গলাদি করে॥
চার হাত দেখে ব্রহ্মা অনিলে পাঠায়।
আঁতুরে যাইয়ে বায়ু, জানাইল তাঁয়॥
দেবের দুর্লভ মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ হন।
দ্বিভুজ পবন বাক্যে হন নারায়ণ॥
দুই হাত দেখে সব হইল বিস্ময়।
এ দিকেতে বেদ পাঠ দান ধ্যান হয়॥
রাম কৃপ ব্যাস দ্রৌণি আদি মুনিগণ।
হরিরে দেখিতে সবে করে আগমন॥
বিষ্ণুযশা মহানন্দে পূজে মুনিগণে।
বালকেরে দেখাইল হরষিত মনে॥

হরিরে দেখিয়ে সবে করে নমস্কার।
কলিরে নাশিতে প্রভু কল্কি অবতার ॥
বিষ্ণু অংশে জন্মেছিল আর তিন ভাই।
কবি প্রাজ্ঞ সুমন্ত্রক বলিষ্ঠ সবাই ॥
কল্কিরে হেরিয়ে সুখী বিশাখ নৃপতি।
উথলে মেদিনী হর্ষে অগতির গতি ॥
পাঠে ব্যগ্র দেখে পুত্রে বিষ্ণুযশা বলে।
পড়াব সাবিত্রী বেদ পৈতে দিয়ে গলে ॥
বেদ কিবা পৈতে পিতা কহ মোরে ভেদ।
পিতা বলে শুন পুত্র হরি বাক্য বেদ ॥
সাবিত্রী বেদের মাতা পৈতেতে ব্রাহ্মণ।
বেদ তন্ত্রে তপ যজ্ঞে হরি তুষ্ট হন ॥
ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবাদী বেদে অধিকার।
যাগ যজ্ঞে শ্রীবিষ্ণুরে তোষে অনিবার ॥
সেই হেতু পৈতে দিব করিয়াছি মনে।
খাওয়াব ব্রাহ্মণ জ্ঞাতি তোমার মুণ্ডনে ॥
পুত্র বলে দ্বিজ কেন বিষ্ণু পূজা করে।
প্রকাশিয়ে বল পিতা ফল কি সংস্কারে ॥
খুঁচে খুঁচে কেন বাপ এত কথা কও।
দশ সংস্কারেতে বাছা ব্রাহ্মণ ত হও ॥

ব্রাহ্মণেরা করে পূজা সন্ধ্যা তিন বার।
বিষ্ণুর অর্চ্চনা করি তরায় সংসার॥
তপস্বী, সাবিত্রী পূজে, সদানন্দময়।
জপ পরায়ণ ধীর নিয়মেতে রয়॥
এ সব গিয়েছে বাছা কলি আগমনে।
দুরাচারী মহাপাপী যতেক ব্রাহ্মণে॥
মদ খায় বেশ্যাসক্ত পরনারী হরে।
বেদ মন্ত্র দূরে থাক সন্ধ্যা নাহি করে॥
মিথ্যা কথা পদে পদে করে নানা ভাণ
কলির ব্রাহ্মণে আর নাহি ধর্ম্মজ্ঞান॥
কলি কুল বিনাশিতে জন্মে ভগবান।
পিতৃ বাক্যে তুষ্টে কল্কি গুরুকুলে যান।
এই কথা পড়ে শোনে যেবা এক মনে।
অনায়াসে লভে সেই ধর্ম্মবিদ্যাধনে॥

ইতি কল্কির জন্ম কথা।

কল্কির লেখা পড়া।

সুত বলে যবে কল্কি গুরুকুলে যান।
ঘরে লয়ে গেল যমদগ্নি পুত্র রাম॥

অহে ব্রাহ্মণ তনয় জান না আমায়।
ভৃগুবংশে জন্ম মম পড়াব তোমায়॥
বেদ শাস্ত্র ধনুর্ব্বেদ ভাল আমি জানি।
পড়িলে আমার কাছে হবে বড় জ্ঞানী॥
ক্ষেত্রি শূন্য করে ধরা দ্বিজে করি দান।
আসিয়ে মহেন্দ্র শৃঙ্গে করি অবস্থান॥
আমি যমদগ্নি পুত্র গুরু বোলে মান।
পড়ায় অনেক শাস্ত্র দিব্য দিব্য জ্ঞান॥

নমি কল্কি মহানন্দে করে অধ্যয়ন।
চারি বেদ ধনুর্ব্বিদ্যা আর ব্যাকরণ॥
শুনে মাত্র শিখে সব পড়া সাঙ্গ করি।
কি দিব দক্ষিণা দেব! বল্লেন শ্রীহরি॥
শুনে রাম বলে প্রভো! হে কলি নাশন।
অবশ্য দক্ষিণা গুরু করিবে গ্রহণ॥
ব্রহ্মার বিনয়ে তব জনম শম্ভলে॥
পড়া শুন মোর কাছে বিবাহ সিংহলে॥
শঙ্করের কাছে অস্ত্র বেদরূপী শুক।
লয়ে হয় রেখো ধর্ম্ম কর সত্য যুগ॥

দুরাত্মা কলির প্রিয় বৌদ্ধগণে নাশী।
দেবাপি মরুরে রাজ্য দিও অবিনাশী॥
আমার দক্ষিণা এই করিবে প্রদান।
সদা সুখে করি আমি তপ যজ্ঞ ধ্যান॥

শিব স্তব।

গুরুর বচনে কল্কি ধ্যান করি মনে।
প্রণাম করিয়ে স্তব করে পঞ্চাননে॥
হে গৌরীবল্লভ! তুমি বিশ্বনাথ।
বেড়াও চড়িয়ে ষাঁড়ে ভূতগণে সাথ॥
তুমি হে আনন্দময় যোগীর ঈশ্বর।
পুরাণ পুরুষ আদি দেব মহেশ্বর॥
ত্রিনয়ন পঞ্চানন শোভে সর্প গলে।
তোমারে বন্দনা করি খেপা সবে বলে॥

তুমি হে মঙ্গল ময় শোভে শশি ভালে।
শিরে গঙ্গা জটাধারী বেষ্টিত বেতালে॥
তুমি হে শ্মশানবাসী কামের করাল।
নমস্কার করি আমি তুমি মহাকাল॥

অক্ষমালা শোভে বক্ষে অছে শূলপানি ।
তব তেজে মেশে জীব লয় কালে জানি ॥
পঞ্চভূতে কর সৃষ্টি ব্রহ্মানন্দে রত ।
তোমাকেই নমস্কার করি অবিরত ॥
পরম ঈশ্বর তুমি বিশ্ব সারাৎসার ।
তোমার আশ্রয়ে থেকে সাধু হয় পার ॥
তোমার আজ্ঞায় বায়ু হয় প্রবাহিত ।
গ্রহ তারাগণে শশি স্বর্গে সমুদিত ॥
হে দেব ! আদেশে তব দিবানিশি হয় ।
ধরণী ধারণ করে অছে দয়াময় ॥
তোমার আজ্ঞাতে প্রভো স্বর্গে দেবগণ ।
দরকার হৈলে বারি করে বরিষণ ॥
সুমেরু শিখর মাঝে করি অবস্থান ।
ধারণ করেছে ধরা তব বিদ্যমান ॥
তোমার আদেশে প্রভো চলেছে সংসার ।
মম স্তবে তুষ্ট হও করি নমস্কার ॥

কল্কির বর লাভ ।

কল্কির শুনিয়ে স্তব তুষ্ট ভগবান ।
পার্ব্বতীরে সঙ্গে করি হন বিদ্যমান ॥

গাত্র ছুঁয়ে বলে হেঁসে অহে সর্ব্বাত্মন।
কি বর প্রার্থনা কর বল হে এখন ॥
ভূমণ্ডলে তব স্তোত্র পড়িবে যে জন।
ইহ পর লোকে কার্য্য হইবে সাধন ॥
বিদ্যার্থির হবে বিদ্যা ধর্ম্মার্থির ধর্ম্ম।
যা চাবে তা পাবে সুখে যেবা বুঝে মর্ম্ম ॥
পক্ষীরাজ গরুড়ের অংশভূত হয়।
কামচারী বহুরূপী লও এই হয় ॥
লও এই শুক পক্ষী দিতেছি তোমায়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী থাকিবে সহায় ॥
করাল এ করবাল মুটো রত্নময়।
কমাতে ধরার ভার লও দয়াময় ॥

মনোমত পেয়ে বর কল্কি অবতার।
দেব দেব মহাদেবে করে নমস্কার ॥
শিবকথা শুনি কল্কি অশ্ব আরোহণে।
পিতা মাতা কাছে আসি বলে ভ্রাতৃগণে ॥
পড়া সাঙ্গ বরপ্রাপ্ত রামের বচন।
গার্গ্য ভর্গ্য বিশালাদি শুনে তুষ্ট হন ॥

নৃপতি বিশাখযূপ করে দরশন।
কল্কি অবতারে কলি করে পলায়ন ॥
ব্রাহ্মণেরা পড়ে বেদ ব্রত ঘরে ঘরে।
নারী করে পতি সেবা অকালে না মরে ॥
সভা মাঝে বলে রাজা আকুলিত মনে।
এখনি চল হে সবে কল্কি দরশনে ॥
দেখে কল্কি কবি প্রাজ্ঞ ঘেরে জ্ঞাতিগণ।
ভক্তিভাবে নতশিরে প্রণমে রাজন ॥
বিশাখযূপেরে কল্কি বলেন থাকিতে।
প্রকাশিয়ে ধর্ম্মকথা লাগেন কহিতে ॥
মোর অংশে জন্মে যত কালে ধর্ম্মহীন।
এখন মিলেছে এসে দেখ হে প্রবীণ ॥
হে নৃপ পূজিবে মোরে স্থিরচিত্ত হয়ে।
অশ্বমেধ মহা যজ্ঞ আর রাজসূয়ে ॥
আমি ধর্ম্ম সনাতন লোক অত্যুত্তম।
কাল, ভাব, কর্ম্ম আদি করে অনুগম ॥
এই রাজ্য ভার দিয়ে দেবাপি মরুরে।
বৈকুণ্ঠে যাইব আমি সত্য যুগ করে ॥
শুনিয়ে বিশাখযূপ করি নমস্কার।
জিজ্ঞাসে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুনিবারে সার ॥

শুনে কল্কি মহা হর্ষে পারিষদগণে।
কীর্ত্তন করেন ধর্ম্ম মধুর বচনে॥
ইতি কল্কির বর লাভ।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন।

জগত মঙ্গল হেতু ধর্ম্মের কাহিনী।
সভা মাঝে বলে কল্কি সুত বলে জানি॥

কল্কি বলে যবে রাজা হইবে প্রলয়।
তবে ব্রহ্মা মোর দেহে পাইবেন লয়॥
তখন কেবল আমি রব বিদ্যমান।
আমাতেই প্রবেশিবে য্যাবতীয় প্রাণ॥
গাছ পালা গিরি গুহা কিছুই না রবে।
সমুদায় ধরাতল জলপূর্ণ হবে॥
ঘুমাইয়ে যবে কাল জগত কাটায়।
আমা বিনা অন্য কিছু দেখা নাহি যায়॥
মহানিশা শেষভাগে করিতে সৃজন।
ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি করিনু ধারণ॥
বেদ মুখ ব্রহ্মা হন মোর মূর্ত্তি হতে।
আমার আদেশে লাগে জগত সৃজিতে॥

প্রজাপ্রতি মনু, দেব, ক্রমে সৃষ্টিচয়।
সত্ব রজ তম মায়া আমা হতে হয়॥
স্থাবর জঙ্গম সব সৃজন মায়ায়।
প্রলয়কালেতে সব মোরে লয় পায়॥
যাগ যজ্ঞ তপ দান বেদ অধ্যয়ন।
সদা মোরে সেবা করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
আমার স্বরূপ দেহ আত্মা তাঁহাদের।
আমি যে সন্তুষ্ট এত না হই দেবের॥
প্রকাশি ব্রাহ্মণ বেদ সৃষ্টি রক্ষা হয়।
তাঁহাদের হাতে এই মম দেহ রয়॥
সে কারণ ব্রাহ্মণেরে করি নমস্কার।
পূর্ণ সনাতন বলি সেবে অনিবার॥
রাজারা জিজ্ঞাসে প্রভো! বিপ্রের লক্ষণ।
বাক্যে এত ধার কেন করুন্ কীর্ত্তন॥
পবিত্র ব্রাহ্মণধর্ম্ম ভক্তি মোর পক্ষে।
প্রিয়া সনে যুগে যুগে এসে করি রক্ষে॥
সধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা কাটে সুত যেই।
সাম জযুর্ব্বেদী বিপ্রে পৈতে হয় সেই॥
দুই ভাগ হয় পিঠ পৈতে দিলে গলে।
ধরে যদি বাম কাঁধে কেবা পারে বলে॥

মৃত্তিকা চন্দন ভস্মে তিলক কপালে।
ত্রিপুণ্ড্র হইলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলে॥
দেখা মাত্র খণ্ডে পাপ বিপ্র-বাক্য বেদ।
ব্রাহ্মণের হাতে স্বর্গ হয়েন ভূদেব॥
হাতে হব্য গায়ে ঘর্ম্ম তীর্থ সমুদয়।
নাভিতে প্রকৃতি তিন বিরাজিত রয়॥
সাবিত্রীই কণ্ঠ-হার ব্রহ্মসংজ্ঞা মন।
বুকে ধর্ম্ম পীঠে পাপ থাকে অনুক্ষণ॥
থাকিয়ে আশ্রম চেরে মম ধর্ম্ম ঘোষে।
রক্ষা নাই পার নাই যদি বিপ্র রোষে॥
জ্ঞানেতে প্রবীণ হয় বালক ব্রাহ্মণ।
তপে বৃদ্ধ মম প্রিয়, পূজিবে রাজন্॥
পালিতে এঁদের বাক্য হই অবতার।
শুনিলে বিপ্রের কথা ভয় নাই তার॥
ইতি ব্রাহ্মণধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন।

পদ্মার হর-বর প্রদান।

বেড়াইয়ে সাঁধে শুক কল্কির সদন।
যথা বিধি স্তব করি দাঁড়াইয়ে রন্॥

কল্কি বলে ভাল সব কহ সমাচার।
কি দেখে বেড়ালে কোথা কি হল আহার ॥

হে নাথ! দেখিনু আজি অতি চমৎকার।
জলমাঝে দ্বীপ, নাম সিংহল তাহার ॥
বৃহদ্রথ নামে রাজা কন্যা এক তাঁর।
মহিষী কৌমুদীগর্ভে লক্ষ্মী অবতার ॥
শুনিলে তাঁহার গুণ পাপ দূরে যায়।
কহিলে রূপের কথা যোগী মোহ পায় ॥
সিংহলে ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রি চতুর্ব্বর্ণ রয়।
চারিদিকে ঘর বাড়ী কিবা শোভাময় ॥
গাছ লতা সরোবর অতি মনোহর।
কত যে রূপসী নারী ভ্রমে নিরন্তর ॥
কূলেতে সারস হংস করিছে বিহার।
হেন পুরি দেখি নাই কি বলিব তার ॥
রাজকন্যা পদ্মাবতী কিবা যশ গাই।
ত্রিজগতে তাঁর সমা দুটি কন্যা নাই ॥
যেমন পার্ব্বতী শিবে পূজে বাল্যকালে
কাটান দিবস নিশি পদ্মা সেই হালে ॥

বিষ্ণু প্রিয়তমা জানি পার্ব্বতীর পতি।
কাছে আসি বলে লও বর পদ্মাবতী॥
শ্রীপতি তোমার পতি নয় এ নৃপতি।
বিবাহ করিবে পদ্মে! সেই জগৎপতি॥
যেই জন কামভাবে তোম্মারে হেরিবে।
সেই জন সেইক্ষণে নারীভাব হবে॥
অসুর গন্ধর্ব্ব নাগ দেব কি চারণ।
কেহ না এড়াবে শাপে বিনে নারায়ণ॥
তপ ছাড়ি ঘরে যাও শুন হরিপ্রিয়ে।
যাতে দেহ ভাল হয় কর তাই গিয়ে॥
এই বর দিয়ে হর অন্তর্হিত হন্।
হর্ষচিত্তে যান পদ্মা পিতার ভবন॥

ইতি পদ্মার হরবর প্রদান।

পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর।

সবিনয়ে বলে শুক, শুন ভগবান।
পদ্মার বিয়ের কথা, অপূর্ব্ব আখ্যান॥
মহারাজ বৃহদ্রথ, মহিষীরে কয়।
ডাগর হইল পদ্মা, দেখে লাগে ভয়॥

যৌবন হইল পূর্ণ, কি করি উপায়।
বিবাহ না দিলে আর, জাতি ধর্ম্ম যায়॥
কৌমুদী বলে হে নাথ! ভাবনা কি তার।
উমাপতি বরে, রমাপতি বর তার॥
এ কথা কি সত্য প্রিয়ে! যদি তাই হয়।
জামাতা হবেন হরি, অল্প সুখ নয়॥
মহানন্দে বৃহদ্রথ, অতি সমাদরে।
স্বয়ম্বরা হবে কন্যা, নিমন্ত্রণ করে॥
পদ্মার যৌবন রূপ, করিয়ে শ্রবণ।
যুটিল সিংহলে কত, তরুণ রাজন্॥
অস্ত্র শস্ত্রে শোভা করে মণিময় হারে।
পরিচ্ছদ কত মত, বর্ণিতে কে পারে॥
সিংহলে বিয়ের ধূম, নিত্য নৃত্য গীত।
হেরিয়ে সভার শোভা, সবে পুলকিত॥
নৃপ সব সমাগতে, হাঁসিতে হাঁসিতে।
কন্যা কর্ত্তা দিল আজ্ঞা, কন্যারে আনিতে॥
আগে করি বন্দীগণ দাসীগণ সনে।
সভা মাঝে এলো পদ্মা, প্রফুল্ল বদনে॥
সুকোমল দেহ খানি, সোণার বরণ।
দন্ত হেরে মুক্তা হারে, মোহে নৃপগণ॥

কোথা সে উর্ব্বশী রম্ভা ? কে করে তুলনা ॥
দেখ নাই দেখিবে না, হেন চন্দ্রাননা ॥
গজেন্দ্রগামিনী লয়ে, রত্নমালা করে।
স্বয়ম্বর হেতু সভা মাঝে পরিহরে ॥
বদন, নিতম্ব, কটি, দেখে, আঁখি, স্তন।
কামে বিমোহিত সব বিচলিত মন ॥
যেবা দেখে কামভাবে নারীভাব হয়।
শঙ্করের বর যথা অন্যথার নয় ॥
বট গাছে বসি প্রভো ! করি নিরীক্ষণ।
পদ্মার সঙ্গিনী হল যত নৃপগণ ॥
বিষাদ অন্তরে পদ্মা, করে কি উপায়।
শঙ্করেরে মনে মনে, বিস্তর ধ্যেয়ায় ॥
দেখেছি শুনেছি সব, ওহে ভগবান্।
বসন ভূষণ ত্যজি, হরিরে ধ্যেয়ান্ ॥

ইতি পদ্মার স্বয়ম্বর কথা।

কল্কির বিবাহের উদ্যম।

শুক বলে ভগবান্ পদ্মা সখী সনে।
ভাবিতে ভাবিতে হরি বিরস বদনে ॥

বিমলারে ডেকে বলে শুন ওলো সই।
বিয়ে হবে ধূম ধাম পতি মোর কই॥
এ কি বিধি বিড়ম্বনা পুরুষ হেরিলে।
তখনি রমণী হয় কি লেখো কপালে॥
কোথা হে শঙ্কর! মোর কোথা পতি বল।
করেছি যে আরাধনা হবে কি বিফল॥
তব বাক্য মিথ্যা যদি বিষ্ণু পতি নন।
আগুণে এ দেহ দিয়ে ত্যজিব জীবন॥
আমি যে মানবী কোথা দেব জনার্দ্দন।
বঞ্চনা করেছে শিব বিধি বিড়ম্বন॥
বিষ্ণুতেজী আমা সমা বাঁচে কোন নারী
পদ্মার শোকের কথা কহিতে না পারি॥

শুকমুখে শুনে কল্কি বিস্ময় হইয়া।
শুকে বলে শীঘ্র যাও এসো বুঝাইয়া॥
মম প্রণয়িনী পদ্মা আমি তার পতি।
বিধাতা লিখেছে এই জান মহামতি॥

আনন্দে প্রণমি শুক কল্কির বচনে।
যাইল সিংহলে, উপনীত কিছু ক্ষণে॥

স্নান কোরে জল খেয়ে সাগরের পারে।
রাজার বাড়ীতে যান কন্যা অন্তঃপুরে॥
নাগেশ্বর গাছে বসি মানুষের স্বরে।
জিজ্ঞাসে পদ্মারে দেখি সম্বোধন কোরে॥

হে বরবর্ণিনি, রূপ-যৌবন-শালিনী।
কমল বদন তব ওহে কমল নয়নি॥
পদ্মকর পদ্মগন্ধা ও পদ্মবাসিনী।
তোমারে কোরেছে ব্রহ্মা ভুবন মোহিনী॥

শুকবাক্য শুনে পদ্মা হাঁসিতে হাঁসিতে।
বলে তুমি কে আপনি ইচ্ছুক জানিতে॥
দেব কি দানব তুমি শুক রূপ ধরি।
এসেছেন কোথা হতে বল কৃপা করি॥

হে দেবি! সর্ব্বজ্ঞ আমি সর্ব্ব শাস্ত্র জানি।
পূজিত সভায় সব আমি কামগামী॥
যেথা ইচ্ছা সেথা যাই গগণে বেড়াই।
তোমারে দেখিতে হেথা আসিয়াছি তাই॥

কি দুঃখ ঘটেছে আজি কেন ভাব মনে।
কিছু মাত্র হাঁসি নাই এ চাঁদ বদনে ॥
অঙ্গ শোভা গেছে দেখি ত্যজি আভরণ।
আমোদ প্রমোদ নাই বিরস বদন ॥
ভাব দেখে দুঃখে মরি জিজ্ঞাসা করি না।
সুধা মুখে মধু কথা শুনিতে বাসনা ॥
মধুর এ কণ্ঠস্বরে নীরবে কোকিল।
যাঁর কানে গেছে তাঁর তপে কিবা ফল ॥
অধর দশন তব রসনা হইতে।
নির্গত অক্ষর পাঁতি জীব উদ্ধারিতে ॥
তুচ্ছ সে শারদ কান্তি বলি সুধাননে।
কোমল শিরিশফুল লজ্জা পায় মনে ॥
পণ্ডিতে অমৃত শ্রেষ্ঠ দেবের গণনা।
আপনার বাক্য সনে হয় না তুলনা ॥
বাহুলতে আলিঙ্গিতে যিনি সুধা পান।
করিতে না হবে তাঁরে জপ তপ ধ্যান ॥
হে রাজনন্দিনী ! এই তিলক শোভিত।
চঞ্চল নয়ন লোল কুণ্ডল মণ্ডিত ॥
এ মুখ চন্দ্রিমা যেবা করে নিরীক্ষণ।
ধরাধামে জন্ম তার হবে না কখন ॥

রোগ নাই দেহ কৃশ কেন হে ভামিনী।
বল ছাই হয় কেন স্বর্ণ মূর্ত্তিখানি॥

হরি যাঁর প্রতিকূল শুকে পদ্মা কন।
রূপে কুলে বংশে ধনে কিবা প্রয়োজন॥
আমার বৃত্তান্ত যদি অবিদিত হন।
বলিতেছি প্রকাশিয়ে কর হে শ্রবণ॥

কত যে সাধনা শিবে ছেলেবেলা করি।
তুষ্ট হয়ে আইলেন শঙ্কর শঙ্করী॥
বলে কিছু লও বর কথাই না কই।
সমুখেতে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রই॥
তাই দেখে বলে পদ্মে! পতি হবে হরি।
যে হেরিবে কামভাবে সেই হবে নারী॥
বর দিয়ে বিষ্ণুপূজা শিখাইয়া যান।
তাও বলিতেছি পরে কর অবধান॥
ঐই যত সখী দেখ রাজার কুমার।
এনেছিল স্বয়ম্বরে জনক আমার॥
সবে যুবা রূপে গুণে ছিল ধনবান।
মোরে কামভাবে হেরে নারীদশা পান॥

দেখে উচ্চ পয়োধর, নিতম্বের ভার।
চিন্তা করি সহচরি হইল আমার ॥
আমা সনে নারায়ণে ধ্যান পূজা করে।
আমিও যে কত পূজি ইহাঁদের তরে ॥
শুনে শুক মিষ্ট বাক্যে পদ্মারে সুধায়।
বিষ্ণু আরাধনা দেবী শুনাও আমায় ॥
ইতি কল্কির বিবাহ উদ্যম।

বিষ্ণুপূজা পদ্ধতি।

শুক বলে কমলে শিবের চেলানী।
ধরাধামে পুণ্যবতী তুমি ধন্যা জানি ॥
যা শুনিলে পাব মুক্তি ভক্তির আধার।
আনন্দে ভাসিবে মন তারিবে সংসার ॥
নিজে শিব বলে সেই বিষ্ণুপূজা বিধি।
পাইতে বাসনা বড় এ অমূল্য নিধি ॥
এইখানে শুনি যদি তোমার বদনে।
জানিব সৌভাগ্য বড় ভরিব শ্রবণে ॥
বিষ্ণুপূজা বিধি সেই শুকে পদ্মা কয়।
গরু গুরু ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত হয় ॥

সারিয়ে আহ্নিক স্নান প্রাতে শুচি হয়ে।
পূর্ব্বদিকে বসিবেক হস্ত পদ ধূয়ে॥
অঙ্গন্যাস ভূতশুদ্ধি বিধি অনুসারে।
দিয়ে অর্ঘ্য তন্ময় হইবে তার পরে॥
বিষ্ণুরে ডাকিয়া মনে রাখি হৃদাসনে।
মূল মন্ত্রে কোরো পূজা অর্ঘ্য আচমনে॥
বসন ভূষণ আদি দিয়ে উপচার।
বিষ্ণুর চরণে ধ্যান কোরো বার বার॥

ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা।

এই মন্ত্রে স্তুতি পাঠ করিবেক পরে।
রোগ শোক ভয় ভ্রান্তি সমুদায় হরে॥
রক্তবর্ণ নখ যাঁর সেই গঙ্গাজল।
রয়েছে আঙুল পত্রে করে ঝলমল॥
লক্ষ্মীর আধার যিনি ভক্তে ঘেরে রয়।
সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মে লইনু আশ্রয়॥
মণিতে শোভিত যাঁর চরণ দুখানি।
নূপুর বাজিছে গতি রাজহংস জিনি॥
পরিধান পীতাম্বর লম্বা কোঁচা তায়।
উড়েছে নিশান যেন কিবা শোভা পায়॥

ত্রিবক্র সোণার বালা কি সাজে চরণ।
সেই হরি-পাদ-পদ্মে লতেছি শরণ ॥
শোভে ছিল যেই পান্না গরুড়ের গলে।
তাই শোভে শ্রীহরির জঘন যুগলে ॥
গরুড়ের ঠোঁটে যেই রক্তবর্ণ মণি।
কি শোভা পেতেছে রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
আনন্দে ভাসায় যাহা ভক্তের নয়ন।
স্মরিতেছি সেই আমি দুইটি জঘন ॥
উৎসবে উজ্জ্বল বড় কাঁধের বসন।
সেই মোটা জানু দুটো করিনু স্মরণ ॥
যেখানে জীবের ঘর দোছটেতে ঘেরা।
বিধি যম কাম পাত্র যেথা পত্র পড়া ॥
খগপৃষ্ঠে যান সদা সেই নারায়ণ।
বাহু কটিদেশ সদা করিছি চিন্তন ॥
কি শোভা ত্রিবলী যাতে নাভি সরোবরে।
ফুটে ব্রহ্মা জন্ম পদ্ম কিবা মনোহরে ॥
নাড়ী নদী রস দ্বারে অন্ত্র সিন্ধু ঝরে।
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডাধারে সুক্ষ্ম রোম ধরে ॥
কে জানে তাহার কত কি রূপ কেমন।
এমন উদর আমি করিনু স্মরণ ॥

বিরাজে কৌস্তুভরাজি শ্রীবৎস লাঞ্ছিত।
কমলা কুচ কুঙ্কুম হারে বিভূষিত॥
এমন যে হৃদ্‌পদ্ম শোভিত মালায়।
করিনু স্মরণ আমি একচিত্তে তাঁয়॥
যেই হাতে দৈত্যকুল কর বিনাশন।
সে দক্ষিণ বাহু দুটি করিনু স্মরণ॥
পদ্ম শঙ্খ বিভূষিত বাম ভুজ দ্বয়।
মনেতে স্মরণ করি লক্ষ্মী মনোময়॥
সুশোভিত বনমালা পরম সুন্দর।
সদা ধ্যান করি সেই কণ্ঠ মনোহর॥
রাঙা পদ্ম সম ওষ্ঠ চঞ্চল নয়ন।
দিবা নিশি স্মরি সেই কমল বদন॥
মদনের সৃষ্টি যাতে দেখে হৃদি ফাটে।
সদা স্মরি আমি সেই ভ্রূপত্র ললাটে॥
মকর কুণ্ডল কানে কিবা মনোহরে।
স্মরি সেই কর্ণ দুটি সতত অন্তরে॥
সুচিত্র তিলক শোভে প্রশস্ত ললাটে।
ব্রহ্মের আশ্রয় সেই স্মরি অকপটে॥
রুচির চিকুর জাল কাল মেঘ সম।
হৃদ্‌পদ্ম হেরে স্মরি সেই অনুপম॥

মোহন মূরতি শোভিত পীত বসনে।
রবি শশি জ্বলে যেন রইনু শরণে॥
সেবিতে না জানি দীন দেহ পাপময়।
শোক মোহে পূর্ণ, ত্রাণ কর দয়াময়॥
বিষ্ণুর এ আদ্য মূর্ত্তি যেবা ধ্যান করে।
শুদ্ধ, মুক্ত হয়ে সেই ব্রহ্মানন্দে হরে॥
শিবপ্রোক্ত এই স্তব পদ্মাবতি বলে।
ইহ পরলোকে এতে চতুর্ব্বর্গ ফলে॥
এই স্তব পড়ে যেবা পাপ নাশ হয়।
মহামোহে মুক্তি পায় জানিবে নিশ্চয়॥
ইতি বিষ্ণুপূজা পদ্ধতি।

বিষ্ণুপূজা।

শুক বলে দেবী পদ্মে! করুন্ বর্ণন।
শুনে যাই সেই পূজা বিধি নারায়ণ॥
সেই মত পূজা করি আমি ত্রিভুবন।
করিব আনন্দে যেথা সেথা বিচরণ॥
পদ্মা বলে শুন শুক আপাদ মস্তকে।
অন্তরে করিয়ে ধ্যান জপো সে বিষ্ণুকে॥

মূল মন্ত্রে জপে পরে দণ্ডবত করে।
নিবেদিত দ্রব্য দিও বিশ্বক্সেনাদিরে ॥
সর্ব্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণুরে চিন্তা করি মনে।
নৃত্য গীত কোরো হরি নাম উচ্চারণে ॥
পরেতে নির্ম্মাল্য শিরে করিয়ে ধারণ।
নিবেদিত দ্রব্য যথা করিবে ভোজন ॥
হে শুক! কহিনু আমি তোমার সদন।
বিষ্ণুপূজা বিধি এই শিবের বর্ণন ॥

ইতি বিষ্ণুপূজা।

সিংহলে কল্কির আগমন।

যা বলিলে পতিব্রতে! বড় তুষ্ট শুনে।
পক্ষী হয়ে মুক্তি পাই আপনার গুণে ॥
দেখি নাই তোমা সমা সুরূপসী নারী।
ত্রিভুবনে আছে কি না লক্ষ্মী বোধ করি ॥
আপনারে বিয়ে করে ত্রিভুবনে কেটা।
দেখেছি সমুদ্র পারে হতে পারে সেটা ॥
যে মূর্ত্তি বলিলে তুমি যদি তুলা করি।
ভিন্ন কিছু নহে দেবি! হতে পারে হরি ॥

শুনে পদ্মা শুক বলে কোথা তিনি রন।
কোথা জন্ম কি করেন জন্ম কি কারণ ॥
বোধ করি জান সব খুলিয়া বল না।
হে বিহঙ্গ গাছ থেকে কাছেতে এস না ॥
এই সব ফল খাও ঠাণ্ডা জল পান।
সাজাব তোমারে আমি কোরে রত্ন দান ॥
রত্ন দিয়ে মুড়ে দেই ও ঠোঁট দুখানি।
মুক্তোয় সাজাব পাখা পুচ্ছে দিব মণি ॥
চরণে নূপুর দিব বাজিবে চলিলে।
আর কি করিতে হবে দিও মোরে বলে ॥
নিকটে আসিয়ে শুক বলে, তুষ্ট মনে।
শম্ভলেতে রমাপতি রন্ ভ্রাতৃসনে ॥
পৈতে হলে বেদ পড়ে বিষ্ণুযশা-ঘরে।
রাম কাছে অস্ত্র, শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে ॥
শিববরে অশ্ব অসি বর্ম্ম শুক পান।
ভূপতি বিশাখযূপে দেন ধর্ম্মজ্ঞান ॥

শুকমুখে শুনে পদ্মা শুকে সাজাইয়া।
[illegible]য়ে আনিতে বলে যাও শীঘ্র গিয়া ॥

শিখাব তোমারে কিবা জান তুমি সব।
নমি, বলে দিও, হর বর অসম্ভব ॥

প্রণমি পদ্মারে শুক শম্ভলেতে যান।
শুকে কোলে কোরে কল্কি সমস্ত সুধান ॥
কোথা ছিলে এত দিন বেড়াও কোথায়।
সোণার গহনা এত কে দিয়ে সাজায় ॥
না দেখিলে এক দণ্ড না পারি থাকিতে।
তব সনে ইচ্ছা করি সতত রহিতে ॥
নমি শুক পদ্মা কথা করে নিবেদন।
শুনে কল্কি করিলেন সিংহলে গমন ॥
সিংহল সমুদ্র পার শোভা কত তার।
হাট বাট অট্টালিকা নিশান সোণার ॥
হেরে কারু মতি পুরী তুষ্ট হন্ হরি।
পুরী মাঝে সরোবর সুখী নর নারী ॥
ফল ফুলে অবনত লতা বৃক্ষ যত।
পুরীর অপূর্ব্ব শোভা কহিব যে কত ॥
স্নান করি বলে কল্কি এই সরোবরে।
কর স্নান, বলে শুক যাই পদ্মা-ঘরে ॥

ইতি সিংহলে কল্কির আগমন।

পদ্মা কল্কির সাক্ষাৎ।

অশ্ব হতে নেবে কল্কি সরোবরে চলে।
স্ফটিক সোপানে বসে, শুন শুক বলে॥
সমাদরে ডাকি শুকে পুলকিত মনে।
বলে যাও শীঘ্র যাও পদ্মার আশ্রমে॥
নাগেরশ্ব গাছে বসি শুক দেখে সব।
পদ্মার সে মুখপদ্ম ম্লান অসম্ভব॥
সেজেতে পড়িয়ে করে আতার কাতার।
সখীরা বাতাস করে তবু হাহাকার॥

দেখে শুক হেন দশা কাছে আসি কয়।
এত যে চঞ্চল কেন কি ভয় কি ভয়॥
শুকে দেখি ডেকে কাছে ভাল আছ কয়।
তোমার মঙ্গল হোক কুশল ত হয়॥
কহিল মঙ্গল শুক, সব হে শোভনে।
তোমার এ দশা কেন আছ যে কেমনে॥

ছট ফট করে মন তুমি গেলে পরে।
বলিতে না পারি মন কেমন যে করে॥

শুক বলে দেবি আর ভাবনা কি তার।
এখনি চাঞ্চল্য সব যাবে আপনার॥
পদ্মা বলে কোথা আছে হেন রসায়ন।
শুক বলে এইখানে পাবে দরশন॥
আমি যে হতভাগিনী পাব না পাব না।
শুক বলে সরে গিয়ে দেখ না দেখ না॥
এসেছি দুজনে মোরা আর কি ভাবনা।
চল চল সখীসনে বিলম্ব কোরো না॥

শুকমুখে দিয়ে মুখ নয়নে নয়ন।
আনন্দে না বাঁচে পদ্মা ডাকে সখীগণ॥
বিমলা মালিনী লোলা, কুমুদা কমলা।
চল ওরে চারুমতি ও কামকন্দলা॥
চল সরোবরে তোরা ওরে বিলাসিনী।
নয়ন জুড়াই গিয়ে দেখে চিন্তামণি॥
ডুলি চড়ে পদ্মা দেবী যান সরোবরে।
যৌবনে গর্ব্বিতা নারী ডুলি কাঁধে করে॥
দরশনে যদুপতি রুক্মিণী যেমন।
সেই মত দেখ্‌তে পদ্মা করেন গমন॥

পদ্মার গমন শুনে রাস্তার দুধারী।
পলায় পুরুষ সব পাছে হয় নারী॥
চাঁদবদনা শোভনা যতেক ললনা।
সরোবরে নেয়ে করে শশিরে রাসনা॥
মদান্ধ ভ্রমরা যত কথা দত মানে না।
মুখপদ্মে বসে গিয়ে তাড়ালেও যায় না॥
নৃত্য গীত বাদ্যে পদ্মা প্রফুল্ল অন্তরে।
সখীসনে ধরাধরি জলকেলি করে॥
শুক কথা মনে পোড়ে জ্বরে কামশরে।
সখী রে! কদম্ব কুঞ্জে মোরে লয়ে চল্ রে॥
মণিময় বেদিকায় কল্কি শুক সনে।
সূর্য্যের সমান তেজী আছেন শয়নে॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ কান্তি অতি মনোহর।
পীতাম্বর পরিধেয় শ্যাম কলেবর॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল লোচন।
কমলাপতিরে পদ্মা করে নিরীক্ষণ॥
রূপ দেখে ভুলে যায় করিতে সৎকার।
শুক দেখে চেষ্টা পায় নিদ্রা ভাঙাবার॥
থাম থাম বলে পদ্মা চিন্তা বড় মনে।
পাছে নারী হয়ে যান মম দরশনে॥

তা হলে শিবের বর কি হবে আমার।
সে সব আমার পক্ষে শাপ মাত্র সার॥
পদ্মার মনের ভাব বুঝে উঠে জেগে।
রূপসী পদ্মারে দেখে দাঁড়াইয়ে আগে॥
দেখা মাত্র পদ্মা দেবী লজ্জাতেই মরে।
কাছে এস বলে কল্কি কামশরে জ্বরে॥
আজি যে কি শুভ দিন দেখা তব সনে।
কুশল হউক সব হে চাঁদ বদনে॥
দংশেছে মন্মথ সর্প বিষ চড়ে গায়।
তোমা বিনা নাহি দেখি শান্তির উপায়॥
আমি জগতের নাথ তবু সুলোচনে।
তোমা বিনা শান্তি লাভ নহে এ জীবনে॥
মত্ত গজ কুম্ভে শাদী অঙ্কুশ আঘাতে।
বিদারণ করে মাথে আপনার হাতে॥
আয়ত যুগলভুজে নখাঙ্কুশাঘাতে।
হৃদি ফেটে যায়, দূর কর সে মন্মথে॥
সুগোল যুগল কুচ বস্ত্র ঢাকা রয়।
গর্ব্ব খর্ব্ব কর গুরু দলিয়ে হৃদয়॥
রেখাবলি চিহ্নে এই চিহ্নিত ত্রিবলী।
ঋতুরাজ সিঁড়ি সেই কন্দর্পের কেলি॥

ওরে প্রাণপ্রিয়ে আর আমি কি জানিনে।
কাম-দর্প চূর্ণ এই নিতম্বপুলিনে॥
আহা কিবা শোভা হেরি মিছিঁ বস্ত্র দিয়ে।
বিষ শান্তি কর প্রিয়ে! হৃদয়ে লাগিয়ে॥
কল্কির অদ্ভুত বাক্য পদ্মা দেবি শুনি।
দেখে তাঁর পুরুষত্ব নাহি হয় হানি॥
সখীসনে নতশিরে যুড়ি দুটি কর।
কল্কিরে বলেন ধীরে করি সমাদর॥

ইতি পদ্মা কল্কির সাক্ষাৎ।

পদ্মার সঙ্গে কল্কির বিবাহ।

সূত বলে, পদ্মাদেবী কল্কিরে দেখিয়া।
গদগদে স্তব করে লজ্জিত হইয়া।
জগন্নাথ রমাপতে ধর্ম্ম বর্ম্মধারী।
আমারে প্রসন্ন হও প্রভো কৃপা করি॥
চিনিতে পেরেছি আমি আমি আপনার।
রক্ষা কর এ দাসীরে অহে সারাৎসার॥
ধন্যা আমি পুণ্যবতী লভেছি চরণ।
মোরে অনুমতি দেব! করুন এখন॥

পিতৃ কাছে এসে পদ্মা করে নিবেদন।
শুনে বৃহদ্রথ হর্ষে করিল গমন ॥
সঙ্গে যায় পাত্র মিত্র বিপ্র পুরোহিত।
পূজার সামগ্রী সব আর নৃত্য গীত ॥
মহা সমারোহে চলে কল্কিরে আনিতে।
সোণার নিশান উড়ে সবে পুলকিতে ॥
শুক সনে আছে বসে সরোবর ধারে।
শ্যাম কলেবরে শোভে ইন্দ্রচাপ করে ॥
সে শ্যাম সুন্দর সঙ্গে কি শোভা ভূষণে।
দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দর পীত বসনে ॥
কল্কি মুখ দেখে রাজা আনন্দেতে ভাসে।
বিধিমত পূজা করি সকরুণ ভাষে ॥
মান্ধাতা তনয় সনে মিলে ছিলে বনে।
সেই মত মিলি আমি ধন্য এ জীবনে ॥
ঘরে আনি পূজা করি অতি সমাদরে।
দিলেন পদ্মারে রাজা পদ্মনাভ-করে ॥
সোণারি বরণ পদ্মা শ্যাম অঙ্গ কল্কি।
যেন নীল পীতে রাজী, শোভা বল্‌ব কি ॥
পেয়ে প্রিয়তমা কল্কি সাধুর আদরে।
রহিলেন কিছু দিন সিংহল ভিতরে ॥

পদ্মা সখী নারী রাজা পদ্মা স্বয়ম্বরে।
ছুটে এসে কেঁদে পড়ে কল্কিপদ ধরে॥
বলে কল্কি রেবা জলে স্নান কর গিয়ে।
হইল পুরুষ ভাব জল মাত্র ছুঁয়ে॥
কল্কির প্রভাব দেখি যত রাজাগণ।
প্রণাম করিয়ে স্তব করে আরম্ভণ॥

ইতি পদ্মার সঙ্গে কল্কির বিবাহ।

নরপতিগণের স্তব।

জগতের কারখানা মায়া আপনার।
আবার মায়ার বলে হয় ছারখার॥
প্রাণি শূন্য ত্রিভুবন দেখি জলময়।
মীনরূপে ধর্ম্ম রক্ষা কর দয়াময়॥
জয় জগদীশ জয় জগত আধার।
জগত জীবন প্রভো মায়ার সংসার॥

যবে দানবেরা ইন্দ্রে পরাজয় করে।
মহাবলী হিরণ্যাক্ষ দেবেরে সংহারে॥
তখন বরাহ মুর্ত্তি করিয়ে ধারণ।
দৈত্য নাশী রাখ পৃথ্বী অহে ভগবন॥

এখন কর হে ত্রাণ মোরা দুরাচারী।
কটাক্ষে দেখ হে প্রভো গোলকবিহারী॥

সমুদ্র মন্থনে যবে রাখিতে মন্দরে।
দেবগণ পরস্পর ভেবে ভেবে মরে॥
অমৃত খাওয়াও দেবে কূর্ম্মরূপ ধরি।
মোরা অতি দীন প্রভো! তুষ্ট হও হরি॥

হিরণ্যকশ্যপে ব্রহ্মা দিয়েছিল বর।
মরিবে না শস্ত্রে, হাতে দেবতা কিন্নর॥
দৈত্যরাজ পেয়ে বর মারে দেবগণে।
দৈত্যভয়ে ভীত দেব পূজে নারায়ণে॥
নরসিংহ মূর্ত্তি ধরে তুমি নাশ তারে।
তোমার মহিমা প্রভো বলিতে কে পারে॥

বলিরে ছলনা কর বামনাবতারে।
মারিলে হৈহয়ে, যারা মত্ত অহঙ্কারে॥
ভৃগুবংশে রামরূপে হয়ে অবতার।
ধরা ক্ষেত্রি শূন্য কর কড়ি এক বার॥

রাবণ বধিতে জন্ম দশরথ ঘরে।
সীতা হেতু জলনিধি বাঁধিল বানরে ॥
বলভদ্র রূপে প্রভো আসি যদুকুলে।
দৈত্য নাশি পাপ শূন্য হল ধরাতলে ॥
ঘৃণা করি বেদ ধর্ম্ম বুদ্ধ অবতার।
মিথ্যা মায়া পরিহার ত্যজিয়ে সংসার ॥
কলিকুল বৌদ্ধ ম্লেচ্ছে নাশিতে আপনি।
কল্কিরূপে অবতীর্ণ ধর্ম্মসেতু জানি ॥
আর কি বলিব মোরা হইতে উদ্ধার।
নরক এ নারী যোনি নিতম্বের ভার ॥
মোরা পাপী দুরাচারী অহঙ্কারী নর।
কৃপা কর কৃপানাথ দয়ার সাগর ॥
ইতি নরপতিগণের স্তব।

অনন্ত কথা।

সুত বলে রাজাগণ কল্কির বদনে।
বিপ্র বৈশ্য ক্ষেত্রি আর বৈশ্যধর্ম্ম শুনে ॥
সংসার বিবেকী ধর্ম্ম আছয়ে যেমন।
কল্কিদেব সেই সব করান শ্রবণ ॥

তার পর নৃপগণ করে নিবেদন।
নর নারী হয় কেন বার্দ্ধক্য যৌবন॥
কি কারণে সুখ দুঃখ কোথা হতে হয়।
জানি না এ সব তত্ত্ব কহ দয়াময়॥
এই কথা শুনে কল্কি অনন্তেরে স্মরে।
তীর্থবাসী মুনি আসি বলে যোড় করে॥
কি কাজ করিতে দেব কোথা যেতে হবে।
আজ্ঞা কর দয়াময় মোরে যে সম্ভবে॥
অনন্তের কথা শুনে হেঁসে কল্কি কয়।
যা বলেছি জান সব দেখ সমুদয়॥
অদৃষ্টে লিখন যাহা কে করে খণ্ডন।
কর্ম্ম বিনা ফল লাভ না হয় কখন॥
কল্কিকথা শুনে মুনি আহ্লাদিত হন্।
তথা হতে যেতে ব্যস্ত দেখে নৃপগণ॥
জিজ্ঞাসে আশ্চর্য্য হয়ে কও ভগবন্।
বলাবলি মুনিসনে কি হল কেমন॥
কল্কি বলে সেই কথা জান্‌তে ইচ্ছা হয়।
মুনিরে জিজ্ঞাসা কর নৃপ সমুদয়॥
কল্কিবাক্যে অনন্তেরে সবে যুড়ি পাণি।
কল্কি সনে কোন্ কথা কহিলা আপনি॥

কিছুই না বুঝি মোরা ওঁহে মুনিবর।
প্রকাশ করিয়ে কহ কথা মনোহর॥

কহেন অনন্ত সে কালে পুরিকা পুরে।
বিদ্রুম নামেতে ঋষি ছিল বাস করে॥
তিনি পিতা সোমা মাতা বয়সেতে হই।
ক্লীব দেখে দুঃখী তাঁরা ঘৃণিত সবাই॥
শোক দুঃখ ভয়াকুলে পিতা ত্যজি ঘর।
শিব বনে গিয়ে সদা পূজেন শঙ্কর॥
বলে এক মাত্র তিনি জীবের আশ্রয়।
যিনি শুভপ্রদ কণ্ঠে সর্প শোভাময়॥
যাঁর জটা জুটে গঙ্গা সদা বদ্ধ রন্।
দেব দেব সে শঙ্করে নমি অনুক্ষণ॥
হয়ে তুষ্ট ভোলানাথ বৃষ আরোহণে।
বর লও বলে বাপে প্রসন্ন বদনে॥
পিতা বলে দেব! পুত্র মোর ক্লীব দেখে।
দিন দিন থাকি আমি সদাই অসুখে॥
পুরুষত্ব বর শিব দিলেন আমায়।
তখনি পার্ব্বতী দেন পতি-বাক্যে সায়॥

মাতা পিতা তুষ্ট দেখে পুরুষ আকার।
মহানন্দে দিল বিয়ে হই বর্ষ বার॥
যজ্ঞরাতি তনয়ারে দেখিয়ে সুন্দরী।
দিবা নিশি গৃহে থাকি বশীভূত তারি॥
পিতা মাতা পরে স্বর্গে করিলে গমন।
বিধি মত শ্রাদ্ধ শান্তি করি সমাপন॥
মাতা পিতা বিনে দুঃখী হই হে রাজন।
এক মনে সদা করি বিষ্ণু আরাধন॥
পূজা জপে তুষ্ট বিষ্ণু স্বপ্নে আসি কন।
সংসারে যে কিছু সব মায়া নিবন্ধন॥
ইনি পিতা ইনি মাতা কেহ কার নয়।
মায়া মৃত্যু ক্লেশ মাত্র শোক দুঃখ ভয়॥
বিষ্ণু কথা শুনে ব্যস্ত সন্দেহ নাশিতে।
অন্তর্হিত হন্ হরি না পাই দেখিতে॥
প্রিয়া সনে গৃহ ছাড়ি জগন্নাথে যাই।
ডান দিকে কুঁড়ে বাঁধি চিন্তাতে কাটাই॥
দেখিব কেমন মায়া হরি নাম করি।
নৃত্য গীতে জপি তাঁরে সুখে দিন হরি॥
কাটাই বৎসর বার বিষ্ণু আরাধনে।
সাগরে নাইতে যাই দ্বাদশী পারণে॥

ডুবে যাই ঢেউ লেগে হাবু ডুবু খাই।
সাগর দক্ষিণ তীরে বায়ুবেগে যাই॥
বৃদ্ধশর্ম্মা নামে বিপ্র সন্ধ্যা করি সায়।
মরা মত মোরে দেখি ঘরে লয়ে যায়॥
আরাম করিয়ে পালে ছেলের মতন।
পুত্র ধনে সুখী বৃদ্ধ ছিল হে রাজন্॥
দিক্ হারা হয়ে আমি রই সেইখানে।
পিতা মাতা মত মানী তাঁদের দুজনে॥
বৃদ্ধশর্ম্মা বেদে দীক্ষা করিয়ে আমায়।
চারুমতী কন্যা তাঁর বিয়ে মোরে দেয়॥
সোণার বরণ তার পরমা সুন্দরী।
মোহে পোড়ে তারে লয়ে সতত বিহারী॥
পাঁচ পুত্র হয় মোর বিজয় কমল।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বুধ নাম কনিষ্ঠ বিমল॥
ধন পুত্রে দেব মান্য ইন্দ্র সম হই।
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়ে, বড় ধূম ধামে দেই॥
অভ্যুদয় হেতু আমি করিতে তর্পণ।
সানন্দে সাগর তীরে করিনু গমন॥
কর্ম্ম সারি জলে থেকে উঠিব যখন।
সন্ধ্যা পূজা করি দেখি পূর্ব্ব বন্ধুগণ॥

হে নৃপতিগণ, আমি বড়ই উন্মনে।
পারণ করিতে দেখি ভক্ত বিপ্রগণে ॥
রূপ আয়ু কিছু মাত্র ব্যত্যয় না হয়।
জিজ্ঞাসে আমারে সবে দেখিয়ে বিস্ময় ॥
অনন্ত ব্যাকুল কেন? ভক্ত চূড়ামণি।
ত্যজিয়ে পারণা, বল কি ভাব তা শুনি ॥
দেখি নাই শুনি নাই কিছু হে ব্রাহ্মণ।
কামে বিমোহিত আমি বড় নীচ মন ॥
দেখিতে সে হরি-মায়া চিন্তা করি মনে।
জ্ঞান বুদ্ধি হলো লোপ সেই মায়া গুণে ॥
হায় কি আশ্চর্য্য বড় নিজে ভুলে রই।
আমি বিনা মায়া মর্ম্ম জানে না কেহই ॥
দারা পুত্র ধনাগার বিবাহ বিষয়।
ছট ফট করে মন তাই মনে হয় ॥
দেখ্‌চি সকলি স্বপ্ন, দেখে ভার্য্যা বলে।
কাছে এসে কেঁদে পড়ে কি হলে কি হলে ॥
জগন্নাথে পূর্ব্ব নারী স্মরি পর নারী।
কাতর হইনু কত বলিতে না পারি ॥
জনেক পরমহংস এমন সময়।
কাছে আসি হিত-বাক্যে আমারে বোঝায় ॥

পরম ধার্ম্মিক তিনি ধীর তত্ত্বজ্ঞানী।
সূর্য্যের সমান তেজী শান্ত মূর্ত্তি খানি॥
পরমহংসেরে দেখি মম বন্ধুগণ।
কাছে আসি পূজা করি মঙ্গল সুধান॥

ইতি অনন্ত কথা।

মায়া প্রদর্শন।

সকলে পরমহংসে কাতরেতে কয়।
অনন্ত হইবে ভাল কিসে মহাশয়॥
তাঁহাদের মন-কথা জানিয়ে ঠাকুর।
মোরে দেখে বলে ওরে অনন্ত চতুর॥
কোথা তব চারুমতি পুত্র পঞ্চ আর?।
বিচিত্র ভবন কোথা কোথা ধনাগার?॥
কর হেথা অদ্য কিবা পুত্র বিয়ে দিনে।
আজও তোমারে হেরি সাগর পুলিনে॥
করে সমাদর সবে তোমারে সেখানে।
নিমন্ত্রণ ছিল আজি দেখ ভেবে মনে॥
সেথা দেখি যুবা, হেথা বয়স সত্তর।
অনন্ত হতেছে মনে এ সংশয় বড়॥

তোমার এ ভার্য্যা আমি না দেখি তথায়।
কোথা থাকি আমি তুমি কেমনে হেথায়॥
কে আনিল এইখানে না পারি বুঝিতে।
আমি কি ভিক্ষুক সেই তুমি কি অনন্তে?॥
তোমাতে আমাতে দেখা ভেল্কীর মতন।
উন্মত্তের ন্যায় এই কথোপকথন॥
ধার্ম্মিক সংসারী তুমি আমি যে ভিখারী।
দিবা নিশি আমি পরমার্থ চিন্তা করি॥
এ সব বিষ্ণুর মায়া বোঝা নাহি যায়।
বোঝাই যদ্যপি, অদ্বৈত জ্ঞান জন্মায়॥
এ বোলে পরমহংস হইয়ে বিস্ময়।
মার্কণ্ডে ভবিষ্য কথা বলে সমুদয়॥

অনন্ত বলেন ডেকে অহে রাজাগণ।
সেই কথা বলি আমি করহ শ্রবণ॥

দেখেছ মায়ারে লয়ে বিষ্ণুর উদরে।
সেই মায়া জগৎ ব্যাপ্ত জন মন হরে॥
যেমন গণিকাগণ বেশ ভূষা করে।
দাঁড়ায় রাস্তার ধারে জন মন হরে॥

মিথ্যার সংসারে মায়া ভ্রমিয়া বেড়ায়।
কিছুতেই নাশ নাই সন্তাপ বাড়ায়॥
প্রলয়েতে লয় পেয়ে খালি অন্ধকার।
ত্রিভুবন সৃষ্টি হেতু হন্ অবতার॥
পুরুষ প্রকৃতি পরে মাহাত্ম্য বিস্তারি।
মহত্তত্ত্ব অহংতত্ত্ব হয় সহকারী॥
ত্রিগুণে বিভক্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
ক্ষিতি আদি পঞ্চ ভুত হয় পর পর॥
পুরুষ প্রকৃতি যোগে এই সৃষ্টি হয়।
সুরাসুর নর পরে জীব সমুদয়॥
মায়াতে আবদ্ধ জীব সংসারেতে রত।
খুজে মরে মুক্তি পথ বিভ্রম সতত॥

মায়ার ক্ষমতা কত, ব্রহ্মা আদি দেব যত,
রজ্জু বদ্ধ পাখীর মতন।
মায়া বশীভুতে রয়, টেনে মায়া মোহময়,
নাসা বিদ্ধ বৃষভ যেমন॥
মায়া নদী হতে পার, অভিলাষ হয় যার,
জানিবে সার্থক জন্ম তাঁর।

সেই মুনীশ্বরগণ, সংসারেতে মুগ্ধ নন,
অর্থ তত্ত্ব জ্ঞাত সে জনার ॥
সুত বলে, অনন্তকে অতি সমাদরে।
জিজ্ঞাসেন রাজাগণ কি হইল পরে ॥

তার পর তপস্যায় যাইলাম বনে।
মন কাম উভয়ের নিগ্রহ কারণে ॥
পরব্রহ্মে ধ্যান করি এক মনে যবে।
ধন পুত্র পরিবার মনে হয় তবে ॥
তপস্যায় বিঘ্ন দেয় বড় কষ্ট মনে।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হেতু বসিলাম ধ্যানে ॥
উপেন্দ্র প্রচেতা ইন্দ্র অশ্বিনীকুমার।
দিক্ সূর্য্য বায়ু আসে নিকটে আমার ॥
বলে হে অনন্ত মোরা ইন্দ্রিয় দেবতা।
তোমারো শরীরে থাকি জান না কি হেথা ? ॥
মোদের মারিতে গিয়ে আপনি মরিবে।
সফল তোমার কায কদাচ না হবে ॥
কাঁণা খোঁড়া বনবাসী যিনি যেথা রয়।
বিষয় আস্বাদে ইচ্ছা কাহার না হয়? ॥

সংসারে গৃহস্থ জীব, দেহ জীব ঘর।
মনের অধীন দেহ বুদ্ধি নাড়ী বড়॥
সে বুদ্ধির মোরা সব পিছু পিছু যাই।
বিষ্ণুমায়া দ্বারা মন সংসারী সদাই॥
মনেরে শাসিতে যদি কোরে থাক মন।
তবে তুমি বিষ্ণু-ভক্তি কর আচরণ॥
তাতে সুখ মোক্ষ লাভ সর্ব্ব কর্ম্ম নাশী।
দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞানে পাবে অবিনাশী॥
অনন্ত! দেহান্তে তুমি বিষ্ণু-ভক্তি বলে।
পাইবে নির্ব্বাণ মুক্তি কল্কিরে দেখিলে॥
ভক্তি সহ কেশবের করিনু অর্চ্চন।
প্রভুরে দেখিতে আজি করি আগমন॥
অপরূপ রূপ হেরি অপদের পদ।
বাক্যহীনে বাক্যামৃত জগত সম্পদ॥
কমলাক্ষ পদ্মা-নাথে নমস্কার করে।
অনন্ত চলিয়া যান প্রফুল্ল অন্তরে॥
পদ্মা সনে পদ্মানাথে পূজে রাজাগণ।
মোক্ষ হেতু তপস্যার্থ করিল গমন॥
এমন অনন্ত কথা যেবা পাঠ করে।
দূরে যায় মায়া, অজ্ঞান তিমির হরে॥

বিষ্ণু সেবি শুনে পড়ে যেই মহাশয় ।
গৃহে থাকি ছয় রিপু করে তিনি জয় ॥
ইতি মায়া প্রদর্শন ।

পদ্মা লইয়া কল্কির শম্ভলে গমন ।

রাজাগণ গেলে কল্কি ঘরে যাই বলে ।
শুনে ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মে পাঠায় শম্ভলে ॥
বানাবে আশ্চর্য্য পুরী আমার মতন ।
কসুর হইলে শাস্তি পাবে বিলক্ষণ ॥
তাড়া পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা বানাইল পুরী ।
দেখে লোক চক্ষু স্থির শিল্পের চাতুরী ॥
হর্ম্ম্য বাপী বন-লতা শোভে সরোবর ।
যেমন অমরাপুরী কে বলে অন্তর ॥
কারুমতী পুর ত্যজি সাগরের তীর ।
পদ্মা সনে এলে কল্কি লেগে গেল ভীড় ॥
চেঁচিয়ে কৌমুদী কাঁদে বৃহদ্রথ মনে ।
ভাসিল নয়ন-জলে পদ্মার কারণে ॥
ভক্তি হেতু তুষ্টে রাজা কি করে উপায় ।
পদ্মা সনে কমলারে করেন বিদায় ॥

লক্ষ ঘোঁড়া, দুশো দাসী রথ দু-হাজার।
হাজার দশেক গজ দেন সঙ্গে তাঁর ॥
পদ্মা সনে পদ্মাপতি প্রণমে শ্বশুরে।
আশীর্ব্বাদ করে রাজা জামাই কন্যারে ॥
রাজা রাণী তাঁহাদের কোরে বিসর্জ্জন।
নিজ কারুমতী পুরে করে আগমন ॥
জম্বুকে সমুদ্র পার যাইতে দেখিয়া।
একেবারে স্তব্ধ হন্ বিস্মিত হইয়া ॥
আপনিও পদ্মা সনে সাগরের জলে।
সখী সঙ্গে মহানন্দে পার হয়ে চলে ॥
শুকে বলে বাপ মারে দেও সমাচার।
ইন্দ্রের আদেশে পুরী হয়েছে আমার ॥
আকাশেতে উঁড়ে শুক শম্ভলেতে যায়।
মোহিত হইয়ে পড়ে নগর শোভায় ॥
ঘরে ঘরে যায় শুক বন বনান্তর।
গাছে গাছে বসে শেষে বিষ্ণুযশা ঘর ॥
বিয়ে আদি দিল সব শুভ সমাচার।
বিষ্ণুযশা শুনে হর্ষে করিল প্রচার ॥
শুনিয়ে বিশাখযূপ ডেকে প্রজাগণ।
ফল ফুল গাছে পুরী করে সুশোভন ॥

পরম সুন্দর হলো শম্ভল নগর।
পদ্মা সনে পদ্মাপতি আসে অনন্তর ॥
পিতা মাতা পদে নত ব্রহ্মযশা খুসী।
সুমতি দেখিলা বধূ পরম রূপসী ॥
শম্ভল কল্কিরে যেন পতি রূপে বরে।
বড় বড় বাড়ী গুলো যেন পয়োধরে।
কলি বিনাশন কল্কি পদ্মারে লইয়ে।
সতত বিহার করে কামে মত্ত হয়ে ॥
পরে কমলার গর্ভে কবি পুত্র দ্বয়।
বৃহৎকীর্ত্তি বৃহৎরাহু এই নাম হয় ॥
প্রাজ্ঞের ঔরসে দুটি সন্নতির পেটে।
যজ্ঞ বিজ্ঞ নাম দুটি জিতেন্দ্রিয় বটে ॥
প্রসবে মালিনী শাসন ও বেগবান্।
সুমন্ত্র ঔরসে জন্ম ভক্ত সুবিদ্বান ॥
কল্কিতে পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয়।
মহাবল দুই পুত্র উৎপাদন হয় ॥
যজ্ঞকর্ত্তে দেখে কল্কি বলেন বাপেরে।
ধন আনি কোরে দিব নৃপ জয় করে ॥
আজ্ঞা দেও যাই আমি দিগ্বিজয় আশে।
পিতারে প্রণাম কোরে সেনা সনে ভাসে ॥

কীকট নগরে যান বৌদ্ধের আলয়।
বেদ ধর্ম্ম শূন্য তারা কেহ কার নয়॥
জাত নাই কুল নাই শ্রাদ্ধ নাহি করে।
আপনারে বড় মানে খালি ধন হরে॥
নারী, ধনে, ভক্ষদ্রব্যে, ভরা সে নগর।
লোক জনে পরিপূর্ণ পরম সুন্দর॥
মহাবল জিন শুনে কল্কি আগমন।
আপনা লইয়ে সেনা বহির্গত হন্॥
নিশানে রদ্দুর গেল কনক ভূষণে।
শোভে ধরাতল অস্ত্রধারী রথীগণে॥
ইনি পদ্মা লইয়া কল্কির শম্ভলে গমন।

বৌদ্ধযুদ্ধ।

কল্কি-রণে ছিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধ-সেনাগণ।
কেঁদে কেটে প্রাণ নিয়ে করে পলায়ন॥
কল্কির ধিক্কার শুনে মহারাজ জিন।
ষাঁড়ে চড়ে এলো যুদ্ধে কিন্তু বল হীন॥
জিনের আঘাতে কল্কি পড়ে ধরাতলে।
নৃপতি বিশাখযূপ লয়ে গেল তুলে॥

চোক বুঁজে পড়ে কল্কি হাঁপুস্টি খায়।
সংজ্ঞা পেয়ে লাফ দিয়ে জিন কাছে যায়॥
সেনা মাঝে পড়ে হানে হাজার হাজার।
হাতী ঘোঁড়া রথ উট সীমা নাই তার।
গার্গ্য ভর্গ্য কবি মারে কোটি কোটি সেনা।
মারিল সুমন্ত্র প্রাজ্ঞে না যায় গণনা॥
হেঁসে কল্কি জিনে বলে মোর কাছে আয়।
দৈব বোলে জান্ মোরে প্রাণ তোর যায়॥
জিন বলে বৌদ্ধ-হাতে দৈবের বিনাশ।
দেখিতেছি তোর সব বিফল আয়াস॥
মার দেখি থাকে শক্তি যেই তুই হোস্।
দর্কার নাহিক করে কি করি তোর রোস্॥
ক্রোধে জিন শরে শরে ছয়লাপ করে।
কল্কিও বিনষ্টে, যেন হিম দিবাকরে॥
শেষে কল্কি মারে জিনে চুলে মুট ধরি।
দুই জনে কোস্তা কুস্তি করে মারামারি॥
ভাঙ্গিল জিনের কটি কল্কি গদাঘাতে।
কেঁদে উঠে জিন-সেনা চীৎকার শব্দেতে॥
শুদ্ধোদন জিন-ভাই গদা লয়ে করে।
কল্কিরে মারিতে এসে আপনিই মরে॥

বিপ্র সনে শুদ্ধোদনে লেগে গেল রণ।
দুজনে সমান বলী কেহ নয় কম ॥
অকস্মাৎ গদাঘাতে কবি মূর্চ্ছা যায়।
বিপরীত দেখে শুদ্ধো স্মরিল মায়ায় ॥
আগে করি মায়া দেবী বৌদ্ধ শুদ্ধোদন।
লক্ষ কোটী ম্লেচ্ছ-সৈন্যে উপস্থিত হন্ ॥
মায়া দেবী দেখে পড়ে কল্কি-সেনাগণ।
দেখে কল্কি সম্মুখে করিল আগমন ॥
দেখে মায়া কল্কিদেবে করিল প্রবেশ।
মায়া বিনা বৌদ্ধদের বল হলো শেষ ॥
হায় দেবী কোথা গেলে কাঁদে বৌদ্ধগণ।
এক দণ্ডে ম্লেচ্ছ-সেনা হইল নিধন ॥
দেখিয়ে কল্কির রূপ ভয়ে বৌদ্ধ মরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে আনন্দ না ধরে ॥
জীবাদির হর্ত্তা কর্ত্তা বিষ্ণু অবতার।
কল্কিদেব করিবেন মঙ্গল সবার ॥

ইতি বৌদ্ধযুদ্ধ।

ম্লেচ্ছ নিধন।

কল্কি, ভাই বন্ধু সনে মিলি নৃপগণ।
পাঠাইল ম্লেচ্ছগণে শমন-ভবন ॥
বৌদ্ধ শুদ্ধোদন সৈন্যে কল্কি সেনাগণে।
লেগে গেল ঘোর যুদ্ধ দুয়ে প্রাণপণে ॥
কাকাক্ষ, কপোতরোমা, কাককৃষ্ণ পরে।
অগণ্য জমিল সেনা কিলিমিলি করে ॥
রক্তে মাঠ ভেসে গেল যেন নদী বয়।
দেখে শুনে প্রাণি মাত্রে লেগে যায় ভয় ॥
নদীর সেওলা কেশে ঢেউ শরাসনে।
হাতিতে হইল তীর গ্রাহ তুরঙ্গমে ॥
কাটা মুণ্ড কূর্ম্ম হলো রথেতে তরণী।
মানুষের হাতে মাছ, সুধু কান্না-ধ্বনি ॥
গজে গজে রথে রথে অশ্বে আর নরে।
তুমুল সংগ্রাম বাদে উষ্ট্রে আর খরে ॥
আনন্দে শকুনি ফেরু রক্ত মাংস খায়।
ধার্ম্মিকের মহানন্দ ম্লেচ্ছ মরে যায় ॥
পোড়ে গেছে সারি সারি কলাগাছ প্রায়।
হস্ত পদ কন্ধ কাটা ভুমিতে লুটায় ॥

কেহ বা পলায় ছুটে কেহ জ ন খায়।
কল্কির হাতেতে ম্লেচ্ছ নিস্তার না পায়॥
সুরূপসী ছুঁড়ি যত ম্লেচ্ছের রমণী।
যেতে গেল রণে অতুল বল-শালিনী॥
পতির বিনাশ দেখে কেহ রথে চড়ে।
কেহ গজে কেহ অশ্বে, বৃষে কেহ খরে॥
মারিতে কল্কির সেনা চলে শোভা করে।
স্বর্ণ বালা বিভূষিত খড়্গ শক্তি ধরে॥
অপূর্ব্ব বসন পরে জন মন হরে।
পাইল পরম শোভা শরাসন শরে॥
রণক্ষেত্রে পতি-দশা করে নিরীক্ষণ।
কল্কি-সেনা সনে রণে লাগিল তখন॥
এ সংবাদ কল্কি কাছে কহিল যখন।
পাত্র মিত্র সনে কল্কি করে আগমন॥
ম্লেচ্ছের রমণীগণে দেখে পদ্মাপতি।
বলে ওলো নারী হয়ে কর কি দুর্গতি?॥
পুরুষের কাষ করে নারীতে কি সাজে?।
এ মুখ চন্দ্রিমা হেরে মারি কোন লাজে?।
ছল ছল করে আঁখি অতি মনোহরে।
কার সাধ্য মারে ওই নয়ন ভ্রমরে?॥

কন্দর্পের দর্পহারী সর্পে শোভা করে।
কে পারে হানিতে শর কুচ কুম্ভ শিরে ? ॥
চঞ্চল চকোর যার মুখ সুধা খেতে।
অকলঙ্ক সে বদনে কে পারে মারিতে ? ॥
শোভিত বিরল লোমে নত কুচ-ভারে ?।
এমন সুতনু মাঝে কে বল প্রহারে ॥
দোষ হীন সুঘন জঘন মনোহর।
বল কে মারিতে পারে তাহার উপর ? ॥
কল্কি-কথা শুনে হেঁসে বলে নারীগণ।
পতি সনে গেছি মোরা বাঁচি কি কারণ ॥
কিন্তু এ আশ্চর্য্য বড় অস্ত্র শস্ত্র করে।
নাম মাত্র দেখিতেছি কার্য্য নাহি করে ॥

অস্ত্রেরা সমুখে এসে বলে নারীগণ।
মোরা সব মূর্ত্তিমান কর দরশন ॥
যাঁর আজ্ঞা মানি মোরা যাঁহা হতে হই।
তাঁরে কি মারিতে পারি প্রভু তিনি এই ॥
যাঁহার তাঁকালে সৃষ্টি স্থিতি আর লয়।
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার তাঁর মায়াময় ॥

পতি পুত্র ভার্য্যা বন্ধু কেবা কোথা কার।
ইন্দ্রজাল তুল্য খালি স্বপ্ন মাত্র সার॥
ভগবান্ কল্কি সেবা যেবা নাহি করে।
যাহাদের সদা মন রাগ অহঙ্কারে॥
মোহ হেতু স্নেহ-জালে বদ্ধ রয় যারা।
জানিয়ে সংসার মায়া আসে যায় তারা॥
কোথা কাল কোথা মৃত্যু যম বা কোথায়?।
কোথা দেব খেলা খালি কল্কির মায়ায়॥
হে কামিনীগণ! অস্ত্র নাই শক্তি নাই।
ভ্রমে লোকে শস্ত্র বলে প্রভু আজ্ঞাবাহী॥
নাশিতে ইহাঁর দাসে হেন শক্তি নাই।
দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদে যেন মারিতে যাওয়াই॥
অস্ত্র শস্ত্র বাক্য শুনি ম্লেচ্ছনারী কত।
ত্যেয়াগিয়ে স্নেহ মোহ কল্কি-পদে নত॥
দেখিয়ে কমলাপতি দেন উপদেশ।
জ্ঞান পেয়ে ভক্তি দ্বারা স্বর্গে গেল শেষ॥
ভক্তিভাবে হরি-ভক্তি কথা সুধাময়।
পড়িলে শুনিলে মোক্ষ মায়া মোহ যায়॥
জন্ম মৃত্যু অনুভব কখন না হয়।
দুঃখের সংসার আর কদাচ না বয়॥ ইতি ম্লেচ্ছ।

কুথোদরী বধ।

বৌদ্ধ ম্লেচ্ছে করি জয় কল্কি দয়াময়।
কীকট নগরে যান লয়ে সৈন্য চয়॥
চক্রতীর্থে উপনীত সেথা করি স্নান।
ধন রত্নে ঘেরে সৈন্যে কিবা শোভা পান॥
রক্ষা কর রক্ষা কর অত্যন্ত কাতরে।
সহসা চেঁচিয়ে উঠে কম্পিত অন্তরে॥
ছোট ছোট মুনিগণে দেখে আগমন।
ভয় নাই ভয় নাই বলে নারায়ণ॥
কোথা হতে, এলে কেন ? কও কোথা ডর।
বিনাশিব সুরাসুর হলে পুরন্দর॥
বালখিল্ল মুনি শুনি কল্কির বচন।
নিকুম্ভ কন্যার কথা করে নিবেদন॥

হে বিষ্ণু-তনয় ! বলি, শুন ভয় যথা।
ভয়ঙ্করী কুথোদরী নিশাচরী কথা॥
সেটা কুম্ভকর্ণ-পৌত্রী কালকঞ্জ নারী।
বিকঞ্জ নামেতে পুত্র হইয়াছে তারি॥

শুয়ে পুত্রে মেনা দেয় মাথা হিমাচলে।
নিষদ অচলে পদ ঘন শ্বাস চলে॥
সে নিশ্বাসে সকলেই হয়েছে কাতর।
পলায়ে এসেছি হেথা প্রভো রক্ষা কর॥

মুনিগণ কথা শুনি কল্কি সৈন্য লয়ে।
রেতে রেতে উপস্থিত হন্ হিমালয়ে॥
প্রভাত হইলে দেখে দুগ্ধ নদী বয়।
জেনেও জিজ্ঞাসে কল্কি কেন দুগ্ধময়॥
অশ্বারোহী গজারোহী পদাতিক যত।
স্তব্ধ হয়ে রৈল সব কল্কিরে বেষ্টিত॥
মুনিগণ কল্কিদেবে বলে সমাদরে।
কুথোদরী-স্তন-দুগ্ধ অবারিত ক্ষরে॥
বেগবতী দুগ্ধনদী সাত ঘটা বাদে।
শুকিয়ে হইবে তট চল নির্ব্বিবাদে॥
কেমন সে নিশাচরী পরস্পর কয়।
এক মেনা দুধে যার হেন নদী বয়॥
কত বল তার দেহে না জানি কেমন।
চোক মুখ নাক কান কত যে ভীষণ॥

আগে দেখাইয়ে পথ দেয় মুনিগণ।
সৈন্য সনে কল্কিদেব করেন গমন॥
দ্যাখে সে রাক্ষসী শুয়ে পুত্রে মেনা দেয়।
এক মেনা দুধে এই দুগ্ধ-নদী বয়॥
মেঘের সমান কালো কুলোপানা কান।
গিরি গুহা ভ্রমে পশু করে অবস্থান॥
এমন নিশ্বাস তার যেন ঝড় বয়।
হাতী ঘোঁড়া উড়ে যায় দেখে লাগে ভয়॥
বানরেরা থাকে চুলে ছারপোকা মত।
কে পারে বলিতে আড়ে দীর্ঘে লম্বা কত॥
দেখে কল্কি ভেগে যায় নিজ সৈন্যচয়।
তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে অগ্রসর হয়॥
মার মার শব্দে সবে করে শরাঘাত।
রাক্ষসীর ভাঙে ঘুম পাইয়ে আঘাত॥
হাঁ করিয়ে নিশাচরী গেলে সৈন্যগণ।
হাতী ঘোঁড়া মায় কল্কি উদরস্থ হন॥
দেবতা গন্ধর্ব্বগণ করি দরশন।
হাহাকার রবে সবে করেন ক্রন্দন॥
মুনিগণ দেয় শাপ মন্ত্র জপ করে।
ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা শোকে ভুমে পড়ে॥

অবশিষ্ট সেনা কাঁদে নিশাচর হাঁসে।
দেখিতে এ দশা কেহ নাহি যায় ত্রাসে॥
নিজেরে স্মরিয়ে কল্কি শ্রীমধুসূদন।
রাক্ষসী উদরে বাণ করে বরিষণ॥
পেট মধ্যে রথকাষ্ঠ জ্বেলে করে আল।
কুক্ষিভেদ করিলেন ধরি করবাল॥
তাদিয়ে বান্ধব ভাই আর সেনাগণ।
ক্রমেতে বাহির হয়ে পেলেন জীবন॥
যোনি নাসা কর্ণ দিয়ে রথী তুরঙ্গম।
বেরিয়ে করয় নিশাচরী বিনাশন॥
হস্ত পদ কাটে ক্রমে আর নাক কান।
উদর মস্তক কাটে তবু থাকে প্রাণ॥
বিকঞ্জ জননী-দশা করি দরশন।
সুধু হাতে দৌড়ে যায় করিবারে রণ॥
পাঁচ বছরের শিশু দেখে রণ কেবা।
সাপুটিয়া মেরে ফেলে কাছে যায় যেবা॥
দেখে কল্কি রাম দত্ত ব্রহ্ম অস্ত্র হানে।
বিকঞ্জ রাক্ষস সেই মরে এক বাণে॥
মর্ত্ত্যে মুনিগণ তুষ্ট স্বর্গে দেবগণ।
হাঁসিল মেদিনী, জীব পাইল জীবন॥

পুত্র সাথে কুথোদরী নাশি কল্কি কন।
হরিদ্বারে কিছু কাল করিব হরণ॥
প্রাতে উঠে দেখে কল্কি মুনি শত শত।
করিয়ে গঙ্গায় স্নান হন সমাগত॥
গঙ্গা তটে পিণ্ডারকে করি অবস্থান।
জাহ্নবীর হেরে শোভা আর নিত্য স্নান॥

ইতি কুথোদরী বধ।

রামায়ণ।

দেখি কল্কি কতিপয় মুনি আগমন।
জিজ্ঞাসে সৎকার কোরে কেবা কি কারণ॥
এতেক মহর্ষি তেজী দেখি বিদ্যমান।
নিশ্চয় জানিনু আজি আমি ভাগ্যবান্॥

নারদ গালব অত্রি ভৃগু পরাশর।
বামদেব অশ্বত্থামা কণ্ব মুনিবর।
দুর্ব্বাশা বশিষ্ঠ কৃপ একত্র হইয়া।
মরু ও দেবাপী নৃপে আগেতে করিয়া॥
যেমন হরিরে বলে ছিল সুরগণ।
সেই মত, কল্কিদেবে করে আবেদন॥

বলে ঋষি নাই কিছু অজানা তোমার।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তুমি সারাৎসার॥
নরে কি অমরে ব্রহ্মা আদি সেবা করে।
তুষ্ট হও পদ্মানাথ সেবিছি অন্তরে॥
কল্কি বলে এঁরা কেবা আগে দুই জন।
কিবা নাম কোথা ধাম কেন আগমন॥
কর যোড়ে বলে মরু করি নিবেদন।
আপনি সকলি জ্ঞাত করুন্ শ্রবণ॥
তব নাভি-পদ্ম হতে জনম ব্রহ্মার।
তাঁহা হতে মোর বংশ ক্রমেতে বিস্তার॥
মোর বংশে ভগীরথ যিনি গঙ্গা আনে।
যে বংশে আপনি আবির্ভূত রাম নামে॥
আনন্দে উথলে কল্কি মরুরে সুধায়।
বিস্তারিয়ে রাম-কথা শুনাও আমায়॥
সঙ্ক্ষেপেতে মরু বলে গাই রামায়ণ।
সীতাপতি রাম-কার্য্য শুন ভগবন্॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণ উপাসনা করি।
অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন হরি॥

এক অংশ চারি অংশে দশরথ ঘরে।
জন্ম লন, রক্ষকুল বধিবার তরে॥
ছেলে বেলা বিশ্বামিত্র তারকা বধিতে।
লয়ে যান রামচন্দ্রে হাঁসিতে হাঁসিতে॥
সেইখানে পড়া শুন শস্ত্র-বিদ্যা শিখে।
মুনিসনে মিথিলায় হর-ধনু দেখে॥
পথে ঘাটে লোকারণ্য অবাক সবাই।
জনক সভায় আসি বসে দুই ভাই॥
জনক দুহিতা বলে যত নারী আর।
মনের মতন বর এল এই বার॥
ধরা মাত্র রামচন্দ্র ভাঙে ধনুখান।
আনন্দে জনক রাজা সীতা করে দান॥
ভ্রাতৃ-কন্যা দিল পরে ভাই তিন জনে।
রাজ্যে যান দশরথ সুখী মনে মনে॥
পথেতে পরশুরাম পথ বোধ করে।
দেখে শুনে ছেড়ে দিল জানিয়ে অন্তরে॥
কোথা রাম রাজা হবে হয় অধিবাস।
বিমাতা সাধিয়ে বাদ দিল বনবাস॥
জনক নন্দিনী সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পিতৃবাক্য রক্ষা হেতু চলিলেন বন॥

গুহকেরে ঘরে আসি ছাড়ি রাজ-বেশ।
পঞ্চবটী বনে গিয়ে রহিলেন শেষ॥
ভরত আসিয়ে মধ্যে কাঁদা কাটা করে।
পিতার নিধন আর লয়ে যাবার তরে॥
বুঝাইয়ে ভরতেরে করিয়ে বিদায়।
বনে থাকে পর্ণঘরে ফল মুল খায়॥
দৈবে দেখে সূর্পনখা কামজ্বরে জরে।
রামে অভিলাষ করি সীতা নিন্দা করে॥
দূর কোরে দিল তারে কেটে নাক কান।
সে জন্যে রাক্ষস কত দিয়ে যায় প্রাণ॥
সীতার শুনিয়ে রূপ লোভে দশানন।
ছলনা করিয়ে হরে শ্রীরামের ধন॥
মৃগে মারি ঘরে এসে দেখে সীতা নাই।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে সীতা কোথা পাই॥
কত দূরে চলে যায় সীতা অন্বেষণে।
জটায়ুর মুখে শোনে হরে দশাননে॥
জটায়ুর অগ্নি-কার্য্য করি সমাপন।
ঋষভ পাহাড়ে আসে ভাই দুই জন॥
সুগ্রীবে মিত্রতা করি বালিরে বধিয়ে।
লঙ্কা ঘেরিলেন গিয়া সাগর বাঁধিয়ে॥

বানরে পোড়ায় লঙ্কা ত্যক্ত দশানন।
অসংখ্য রাক্ষস-সেনা করিল নিধন॥
হিত বাক্যে কত মত বোঝায় রাবণে।
লাথি মেরে তাড়াইল ভাই বিভীষণে॥
প্রহস্ত বিকট অক্ষ নিকুম্ভ মকর।
কুম্ভকর্ণ আদি বীর গেল যম-ঘর॥
বীর ইন্দ্রজিত মরে লক্ষ্মণের করে।
শ্রীরামের হাতে শেষে দশানন মরে॥
লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত বিভীষণে করে।
সীতার পরীক্ষা লয়ে চলিলেন ঘরে॥
পথেতে গুহক-ঘরে ছাড়ি মুনিবেশ।
সিংহাসনে বসিলেন আসি নিজ দেশ॥
ত্যজিল সীতারে রাম দুর্ম্মুখ বচনে।
লক্ষ্মণ ছাড়িয়ে এসে বাল্মীকির বনে॥
গর্ভবতী রামপ্রিয়া দেখে মুনিবর।
শান্ত্বনা করেন কত রাখি নিজ ঘর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম কোরে আরম্ভণ।
বাল্মীকীরে সেই যজ্ঞে করে নিমন্ত্রণ॥
সঙ্গে আনে লব কুশ রাম-পুত্র দ্বয়।
দ্বারে দ্বারে শিশু দুটি রামগুণ গায়॥

দেখে পুত্রে রামচন্দ্র ডাকি জানকীরে।
বলেন পরীক্ষা দিয়ে এস সীতা ঘরে ॥
তাই শুনে জননীরে করি সম্বোধন।
স্বামির সাক্ষ্যাতে সীতে ত্যজিল জীবন ॥
সেই শোকে রঘুনাথ ছাড়ি সিংহাসন।
স্বজনে সরযু-তীরে করিয়ে গমন ॥
বশিষ্ঠের উপদেশে যোগ করি সার।
ভ্রাতৃ সনে নিজ পদ লয়েন আবার ॥
পড়ে শোনে যেই জন এই রামায়ণ।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ পায় সুখী অনুক্ষণ ॥

ইতি রামায়ণ।

মরু ও দেবাপির কথা।

শ্রীরামের পুত্র কুশ কুশের অতিথি।
এই বংশে ধ্রুব, পিতা শীঘ্র মহামতি ॥
মরু মম নাম, বুধ, সুমিত্রও বলে।
কলাপ গ্রামেতে থাকি আমি যে সে কালে ॥
ব্যাস-মুখে শুনি কথা তব অবতার।
লক্ষ বর্ষ ধরি তপ করি আপনার ॥

আপনি ঈশ্বর, দেখ্‌লে কোটি পাপ যায়।
কীর্ত্তি যশ লাভ হয় ধর্ম্মজ্ঞান তায়॥
জীবের কামনা সিদ্ধ কি বলিব আর।
এই জন্য আসিয়াছি কাছে আপনার॥
কল্কি বলে জানিলাম জন্ম সূর্য্যবংশে।
ইনি কে কোথায় বাস জন্ম কোন অংশে॥
দেবাপি মধুর স্বরে করে নিবেদন।
শুন প্রভো বলি আমি জন্ম বিবরণ॥
তব নাভিপদ্ম হতে প্রলয়ের পর।
হয়েন চতুরানন অত্রি অনন্তর॥
অত্রি হতে চন্দ্র, চন্দ্র হতে বুধ হয়।
এ বংশে যযাতি ক্রমে বংশ বৃদ্ধি পায়॥
তপস্যায় যাই, শান্তনুরে দিয়ে রাজ্য ভার।
থাকিনু কলাপ গ্রামে পূজি সারাৎসার॥
মরু মুনিগণ সনে করি আগমন।
আপনার পাদপদ্ম করিতে দর্শন॥
আমি মুক্তি পাব, দেখা করেছি যখন।
এড়াইব যম-দায়ে নিশ্চয় তখন॥

মরু ও দেবাপি কথা শুনে কল্কি হাঁসে।
জেনেছি ধর্ম্মভক্ত বড় বলিয়া আশ্বাসে॥
বিনাশী অধর্ম্মাচারী দুষ্ট ম্লেচ্ছগণ।
তোমাকেই দিয়ে অযোধ্যার সিংহাসন॥
নিজে গিয়ে মথুরায় নিবারিব ভয়।
কর্ব্বো আমি সত্যযুগ দেখ পুনরায়॥
শস্ত্রবিদ্যে সুনিপুণ তোমরা দুজন।
ছাড় মুনি বেশ ব্রত পর এ বসন॥
রথে চড়ে মোর পাশে কোর্ব্বে বিচরণ।
বিনাশিবে অধার্ম্মিকে লয়ে সৈন্যগণ॥
বিশাখযূপের কন্যা পরমা সুন্দরী।
তারে বিয়ে করে মরো! হও হে সংসারী॥
নৃপতি রুচিরেশ্বর কন্যা শান্তা তাঁর।
দেবাপে! বিবাহ কোরে লও রাজ্য ভার॥
দেবাপি ও মরু রাজা মুনির সাক্ষ্যাতে।
স্বীকার দুজনে করে কল্কির কথাতে॥
শ্রীকল্কির কার্য্য এই হলে সমাপন।
স্বর্গ হতে দুই রথ আইল তখন॥
একি একি বলে উঠে যত সভ্যগণ।
দিব্য অস্ত্রে পূর্ণ, বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥

কল্কি বলে জীবলোক রক্ষার কারণ।
যম বৈশ্রবণ অংশে তোমরা দুজন ॥
চন্দ্র বংশে ভবে আবির্ভূত হও।
এ কথা মুনির কিছু অবিদিত নও ॥
গুপ্তভাবে এত দিন কোরে ছিলে বাস।
মম সঙ্গ লাভে আত্ম হইল প্রকাশ ॥
সে সব কথায় আর কিবা প্রয়োজন।
সুররাজ দত্ত রথে কর আরোহণ ॥
রমাপতি বাক্যে তুষ্ট হয়ে দেবগণ।
পুষ্প বৃষ্টি করে, স্তব করে মুনিজন ॥
হেন কালে আসে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
সোণার বরণ দেহ কমল বদন ॥
শিরে জটা হাতে দণ্ড পরে বৃক্ষ-ছাল।
ধর্ম্মের আবাস যেন দেখে ভাগে কাল ॥
ইতি মরু ও দেবাপির কথা ॥

ভিক্ষুক রূপধারী সত্যযুগ।

বুড়ো ভিখারিরে কল্কি দেখিয়ে আগত।
উঠিয়ে সৎকার তাঁরে করে বিধি মত ॥

আসনে বসায়ে প্রভু করে নিবেদন ।
কে আপনি বল কেন ? হেথা আগমন ॥

আমি সত্যযুগ প্রভো ! তব আজ্ঞাকারী ।
দীননাথ দুই চোখে তোমারে নেহারি ॥
তুমি দিন রাত্রি পক্ষ মাস সম্বৎসর ।
তোমার আদেশে হয় যুগ যুগান্তর ॥
তোমাতেই চৌদ্দ মনু নাম ভিন্ন তার ।
বিভূতি স্বরূপ এঁরা হন্ আপনার ॥

দ্বাদশ হাজার বর্ষে দেবে যুগ চার ।
চেরে সত্য তিনে ত্রেতা দুয়েতে দ্বাপর ॥
বৎসর হাজার এক কলির প্রমাণ ।
তোমা হতে হয় প্রভো এ সব বিধান ॥
তোমা বিনা সমুদায় হইলে প্রলয় ।
সুরাসুর নর আদি ব্রহ্মা পান লয় ॥
তব নাভিপদ্ম হতে প্রলয়ের পর ।
ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে হন্ সৃষ্টিধর ॥
আমি সেই সত্যযুগ নাম মাত্র ভেদ ।
প্রভো হেরি দেখ সব কলির উচ্ছেদ ॥

সত্যযুগ-বাক্য কল্কি করিয়ে শ্রবণ।
কলি বিনাশিতে বলে চল সৈন্যগণ॥
চল হে বান্ধব ভাই বিলম্ব কোরো না।
রণসাজ সেজে সবে চল না চল না॥

ইতি সত্যযুগ কথা।

মরু ও দেবাপির যুদ্ধ যাত্রা।

কল্কির আদেশে মরু দেবাপি রাজন্।
অসংখ্য সেনার সনে উপস্থিত হন্॥
নৃপতি বিশাখযূপ রুচিরাশ্ব আর।
এলো রাজা সেনা সনে ছিল যত যার॥
ভাই পুত্র নৃপ বন্ধু আর সেনা চয়।
বাহির হইল কল্কি কর্ত্তে দিগ্বিজয়॥

কলি-দাপে দ্বিজরূপে ধর্ম্ম আসি কয়।
লয়ে সঙ্গে সুখ মুদ প্রসাদ অভয়॥
অদর্শ, স্মরণ, ক্ষেম, অর্থ, প্রতিশ্রয়।
নর নারায়ণ এঁরা ধর্ম্মের তনয়॥
তুষ্টি পুষ্টি মেধা বুদ্ধি শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া।
ক্রিয়া শান্তি মুর্ত্তি তৃষ্ণা এঁরা ধর্ম্ম-জায়া॥

সাথে কোরে ধর্ম্ম নিজ পুত্র পরিবার।
কল্কি-কাছে নিবেদিল দশা আপনার ॥
দেখে কল্কি দ্বিজে বলে করিয়া সৎকার।
এখানেতে এস কেন লয়ে পরিবার ॥
সত্য বল কোথা থাক রাজ্য সেই কার।
শক্তি হীন দীন দেখি মলিন আকার ॥
কল্কি কথা শুনে ধর্ম্ম স্তব করি বলে।
আমার আখ্যান, জন্ম তব বক্ষঃস্থলে ॥
ধর্ম্ম মোর নাম আমি হব্য কব্য ভাগী।
দেবের প্রধান তব পদ অনুরাগী ॥
দুরাত্মা কলির দাপে হে অখিলাধার!।
কাম্বোজ শবর শকে পীড়িত সংসার ॥
তারা পাপী দুরাচারী ধর্ম্ম কারে বলে।
বদনে আনে না হরি জানে না সকলে ॥
শুনে হর্ষে বলে কল্কি দেখে সত্যযুগে।
সূর্য্যবংশে সমুৎপন্ন দেখ এ মরুকে ॥
আমি বিধাতার আজ্ঞে জন্ম মর্ত্ত্যে লই।
বিনাশী কীকট-বাসী বৌদ্ধগণে এই ॥
শুনে তুমি সুখী হবে ফের চল যাই।
অবৈষ্ণবগণে নাশী আসিয়াছি তাই ॥

শুনে ধর্ম্ম রেখে সিদ্ধাশ্রমে পরিবার।
চলে রণে শত্রুগণে করিতে সংহার॥
ও সময়ে কর্ম্ম তাঁর সাধুর সংকার।
ক্রিয়া ভেদ উগ্র বল শাস্ত্র বাণ তাঁর॥
অগ্নি আগে যম তপ সঙ্গে যজ্ঞ দান।
শবর কাম্বোজ খসে করেন প্রয়াণ॥
সাত ঘোঁড়া রথে চড়ে সারথী ব্রাহ্মণ।
কল্কি সনে রণ যাত্রা করেন তখন॥
কলির আবাস স্থান অতি ভয়ঙ্কর।
শিয়াল উলুক কাকে ভূতে ভরা ঘর॥
গোমাংস বিষ্ঠার গন্ধে আঁত উড়ে যায়।
কলির নারীরা সদা কোন্দলে কাটায়॥
যুদ্ধ কথা শুনে কলি মহারাগ কোরে।
স্বজনে আইল রণে পেঁচা রথ চড়ে॥
কল্কি বলে মার ধর্ম্ম কলি দুরাচারে।
আজ্ঞা পেয়ে ধর্ম্ম তারে দুহাতেতে মারে
এ দিকেতে ঋত দম্ভে, প্রসাদ লোভেরে।
জরা স্মৃতে, ভয় সুখে, ক্রোধ অভয়েরে
নিরয় মদের সনে, আধি যোগ রণে।
ব্যাধি ক্ষেমে, গ্লানি প্রশ্রয়ের সনে॥

এই রূপে একে বারে তুমুল সমর।
দেখিতে এলেন ব্রহ্মা দেবতা কিন্নর॥
কাম্বোজ ও খসে মরু দেবাপি বর্ব্বরে।
পুলিন্দ বিশাখযূপে মহারণ করে॥
কল্কি স্বয়ং ভগবান্ অস্ত্র শস্ত্র ধরে।
কোক ও বিকোক সনে মহাযুদ্ধ করে॥
ব্রহ্মা-বরে মহাদর্পী দুই সহোদর।
একরূপী মহাবলী যুদ্ধেতে তৎপর॥
ওরা দুটো ভাই যদি শুম্ভ সনে মেলে।
রণে পরাজয় করে মৃত্যুকেও ফেলে॥
যুদ্ধস্থলে পেয়ে ভয় দেবতা পলায়।
জন্তুর শব্দেতে কানে তালা লেগে যায়॥
কোটী কোটী যোদ্ধা পড়ে জীবে লাগে ভয়।
হস্ত পদ কাটে মুণ্ডু গড়াগড়ি যায়॥
ইতি মরু ও দেবাপির যুদ্ধ-যাত্রা।

কোক বিকোক বধ।

ক্রমে বড় যুদ্ধ বাধে কলির সহিতে।
ধর্ম্ম সত্যযুগ শরে পড়িল মহীতে॥

গর্দ্দভ বাহন ছেড়ে হাঁ করে বদন।
রক্ত মাখা কলেবর করে পলায়ন॥
চূর্ণ হলো পেঁচা রথ দম্ভ মোহ পায়।
প্রাসাদের গদাঘাতে লোভ মুণ্ডু যায়॥
অভয়ের হাতে ক্রোধ সুখ হাতে ভয়।
নিদয় মুদের মুষ্টে যায় যমালয়॥
আধি ব্যাধি আদি সব ভেগে যায় ডরে।
শরাসনে কলির নগর দগ্ধ করে॥
মরিল কলির নারী আর প্রজাগণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কলি করে পলায়ন॥
শক ও কাম্বোজে মরু, করিল নিধন।
দেবাপি শবর চোল বর্ব্বর সুজন॥
মারিল বিশাখযুপ পুলিন্দ পুক্কস।
ক্রমেতে বিপক্ষ সেনা হইল হতাশ॥
স্বয়ং কল্কি গদা ধরে আইলেন রণে।
ঘোর যুদ্ধ লাগে কোক বিকোকের সনে॥
বৃকাসুর পুত্র দুটো শকুনির নাতি।
মধু ও কৈটভ সম ভীষণ মুরতি॥
কল্কি-গদাঘাতে তারা পড়ে ধরাতলে।
দেখে লোক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সবে বলে॥

বিকোকের মাথা কাটে কল্কি ক্রোধভরে ।
বিকোকে দেখিলে কোক অমনি উঠে পড়ে ॥
মরিলে না মরে দুটো দেখি দেবগণ ।
কল্কিও আশ্চর্য্য বড় কোরে দরশন ॥
বিকোকে বাঁচালে কোক দেখে গদাধারী ।
কাটেন কোকের মাথা যায় গড়াগড়ি ॥
বিকোক দেখিলে কোকে উঠে খাড়া হয় ।
কল্কিরে মারিতে আসে মিলিয়া উভয় ॥
ভেবে ভেবে রেগে কল্কি না দেখে উপায় ।
মরিলে না মরে দুষ্টো বড় হলো দায় ॥
তেড়ে গালাগালি দেব কত শত করে ।
রেগে রেগে কথা কয় কিছু নাহি ডরে ॥
ব্রহ্মা আসি ধীরে ধীরে কল্কিদেবে কয় ।
অস্ত্র শস্ত্রে এরা বিনষ্ট হবার নয় ॥
একেবারে মুষ্টাঘাতে দুটো নষ্ট হবে ।
তখনি মরিবে দুটো মারিবেন যবে ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি ছাড়ি অস্ত্র বাণ ।
ক্রোধ ভরে শিরে করে বজ্রমুষ্টি দান ॥
পড়িল আছাড় খেয়ে মাথা ভেঙে যায় ।
মরিল দানব দ্বয় দেখে ভয় পায় ॥

দেবে করে পুষ্প বৃষ্টি গন্ধর্ব্বেরা গান।
অপ্‌সরেরা নৃত্য করে ঋষিরা ধেয়ান॥
কোক ও বিকোক বধে কবি হর্ষে পরে।
দুষ্টের সমস্ত সেনা ক্রমে নষ্ট করে॥
মরিল সকল ম্লেচ্ছ গেল ধরা-ভার।
সবাই কল্কিরে পূজে দিয়ে অলঙ্কার॥
ইতি কোক বিকোক বধ।

শশিধ্বজের যুদ্ধ।

ঘোঁড়া চড়ে খাঁড়া হাতে কল্কি নারায়ণ।
ভল্লাট নগরে যান করিবারে রণ॥
সেথা রাজা শশিধ্বজ কৃষ্ণ পরায়ণ।
যুদ্ধ হেতু সেনা সনে অগ্রসর হন্॥
তা দেখে প্রশান্তা রাণী বলে প্রাণ-পতি।
রণে ক্ষান্ত হও তিনি অগতির গতি॥
বলে রাজা প্রাণ প্রিয়ে জান না জান না।
এইত পরম ধর্ম্ম দেবের বাসনা॥
রণে গুরু শিষ্য নাই মার খান্ হরি।
ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম মারি কিবা মরি॥

মরিলে যাইব স্বর্গে সুখ হবে কত।
নতুবা এ রাজ্য ভোগ আছেত, প্রস্তুত।
হে নাথ! জানিনু সব মোহের কারণ।
সেই হেতু ঘটিতেছে প্রভু-সনে রণ॥
শশিধ্বজ বলে প্রিয়ে! কেমনে বোঝাই।
তাঁর দেখি সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ নাই॥
লীলা হেতু অবতীর্ণ কিন্তু ব্রহ্মময়।
তাঁহার মায়াতে সুধু হয় জন্ম লয়॥
এখন চলিনু প্রিয়ে কল্কি-সনে রণে।
পূজা কর আজি তুমি সেই ভগবনে॥
সুশান্তা সন্তোষ বড় স্বামির বচনে।
ভক্তিভাবে প্রণমিল পতির চরণে॥
হয়ে তুষ্ট শশিধ্বজ করে আলিঙ্গন।
বিষ্ণু নাথ স্মরি চলে করিবারে রণ॥
লেগে গেল বড় যুদ্ধ কল্কি-সেনা সঙ্গে।
মার মার কাট কাট মত্ত রণ-রঙ্গে॥
শশিধ্বজের তনয় সে সূর্য্যকেতু নামে।
ধনুর্দ্ধারী মহাবলী লাগে মরু সনে॥
কোকিল অনুজ তার পরম সুন্দর।
দেবাপির সনে রণ গদা-যুদ্ধে দড়॥

নৃপতি বিশাখযূপ শশিধ্বজ সনে।
রুচিরাশ্ব রজস্যানে, ভর্গ্য শান্ত রণে ॥
শূল প্রাস গদা শক্তি ভূষণ্ডী তোমরে।
কেহ ঋষ্টি কেহ খড়্গ কেহ খোন্তা ধরে ॥
চামর পতাকা ছত্রে শোভে রণস্থল।
ধূলায় গগণ তল অন্ধকার হল ॥
দেবতা গন্ধর্ব্বগণ যুদ্ধ দেখ্‌তে আসে।
মাংস খেকো জীবগণ আনন্দেতে হাঁসে ॥
শঙ্খধ্বনি পশু-রবে মহাকোলাহল।
মার মার শব্দে রণে মাতিল সকল ॥
হাত কাটে পদ কাটে কার বা কন্ধর।
কেহ ভাগে কেহ কাঁদে বাড়ে যম-ঘর ॥
কাটা গেল এত সেনা রক্ত-নদী বয়।
সূর্য্যকেতু গদাঘাতে মরু মূর্চ্ছা যায় ॥
দেবাপি পড়িল রণে সৈন্য ভেগে যায়।
আর আর কল্কি-যোদ্ধা দেখিয়া পলায় ॥

হেনকালে শশিধ্বজ দেখেন কল্কিরে।
সূর্য্য সম প্রভা তাঁর শ্যাম কলেবরে ॥

অম্বুজ নয়ন প্রভো পীতাম্বর ধারী।
মস্তকে কিরীট শোভে মোহন মুরারী ॥
সমুখে দণ্ডায়মান যেরে রাজগণে।
পূজে ধর্ম্ম সত্যযুগ সেই ভগবানে ॥
ইতি শশিধ্বজের যুদ্ধ।

শশিধ্বজ-গৃহে কল্কির আগমন।

লোকে যাঁরে ধ্যান যোগে দেখে ঋষিগণ
সেই প্রভু সম্মুখেতে করি দরশন ॥
শশিধ্বজ হৃষ্ট মনে বলে নারায়ণে।
মার কিবা এসো হৃদে ভয় পেয়ে রণে ॥
শত্রু বোলে মার যদি যাব বিষ্ণু-লোক।
খণ্ডে যাবে মায়া মোহ দূর হবে শোক ॥
বাহ্যে ক্রোধ করি কল্কি লাগিলেন রণে।
বাণে বাণে বর্ষা যেন উভয়েই হানে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর দেখে ভয় পায়।
অস্ত্র ছেড়ে কোস্তাকুস্তি শেষে লেগে যায় ॥
লাথি মারে কিল মারে যেবা যারে পারে।
দুজনে সমান যোদ্ধা কেহ নাহি হারে ॥

তবে শশিধ্বজে কল্কি করে করাঘাত।
সামলে কল্কিরে দিল মুষ্টি পাঁচ সাত॥
ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা যায় না পারে উঠিতে।
ধর্ম্ম সত্যযুগ আসে কল্কিরে লইতে॥
হেনকালে শশিধ্বজ দুয়ে নিল কক্ষে।
ঘরে চলে যান্ রাজা কল্কি করি বক্ষে॥
ঘরে গিয়ে দেখে রাণী বৈষ্ণবীর সনে।
হরিগুণ গান করে প্রফুল্ল বদনে॥
দেখ প্রিয়ে! বলে রাজা কল্কিদেব ইনি।
নাশিতে পাষণ্ড ম্লেচ্ছ অবতীর্ণ শুনি॥
তোমার এ হরি-সেবা পরীক্ষা করিতে।
মূর্চ্ছা-ছলে মোর বুকে এলেন দেখিতে॥
ধর্ম্ম সত্যযুগ কক্ষে চেয়ে দেখ প্রিয়ে!।
মনের্ সাধে কর পূজা যাহা ইচ্ছা দিয়ে॥
হরি ধর্ম্ম সত্যযুগে সুশান্তা দেখিয়ে।
স্বামিরে প্রণমি পূজে উন্মত্ত হইয়ে॥
লজ্জা ছাড়ি নৃত্য করে হরিগুণ গানে।
সখী সনে মহানন্দে পূজে ভগবানে॥

ইতি শশিধ্বজ-গৃহে কল্কির আগমন।

সুশান্তার স্তব।

সুশান্তা বলেন হরে নিজ মোহ ত্যজি।
রাখ ওই পাদপদ্ম সুর নর পূজি॥
রতি পতি বিমোহিত রূপ মনোহর।
বিনাশ দুর্গম কাম জগত ঈশ্বর॥
তব যশোগানে সব শোক দূরে যায়।
নাম উচ্চারণে, অপার আনন্দোদয়॥
করুক মঙ্গল লাভ হেরে চন্দ্রানন।
দুর্জ্জয় আমার স্বামি তব সনে রণ॥
মার এঁরে জোরে থাকে শত্রুতাচরণ।
নতুবা করুন্ প্রভো কৃপা বিতরণ॥
হে ভগবান্! প্রকৃতি জায়া আপনার।
তাই থেকে মহত্তত্ত্ব তাতে অহঙ্কার॥
তাহা হতে সৃষ্টি হয় জগত সংসার।
উৎপত্তি বিনাশ সব হতে আপনার॥
প্রভাবে ত্রিগুণা মায়া মরুত আকাশ।
ক্ষিতি অপ্ তেজ পাঁচ তোমাতে প্রকাশ॥
এমন শরীর দ্বারা যেবা সেবা করে।
কৃপা কর তাহাদের কল্কি নাথ হরে॥

তোমার পবিত্র নাম যে করে কীর্ত্তন।
ভব-ভয় শোক তাপ না হয় কখন॥
ধর্ম্মের সাধনে সত্যযুগ সংস্থাপনে।
সাধুর বাড়াও মান পাষণ্ড দলনে॥
দেবতা পালনে আর কলি বিনাশনে।
জন্ম লও প্রভু তুমি এ সব কারণে॥
নাতি পুতি পতি ঘেরি ধন অলঙ্কারে।
তব পদ বিনা মোর শোভা নাহি করে॥
কি করে চামরে এ মণিময় আসনে।
অশ্ব গজ রথ ধ্বজ আর সৈন্য ধনে॥

ইতি সুশান্তার স্তব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সুশান্তার স্তবে কল্কি তুষ্ট উঠে দেখে।
বাম পাশে সত্যযুগ সুশান্তা সম্মুখে॥
ডান দিকে ধর্ম্মে, শশিধ্বজকে পেছনে।
লজ্জা পেয়ে বলে, অয়ি কমল-লোচনে!॥
কে তুমি আমায় আর সেবো কি কারণে।
শত্রু বোলে কিছু মাত্র নাহি হয় মনে॥

শশিধ্বজ মহাশূর পাছু কেন রয় ।
হে ধর্ম্ম ! হে কৃত ! কেন শক্রর আলয় ॥
শক্র জেনে কেন সেবে শক্র-নারীগণ ।
মূর্চ্ছা গেলে ওরে শশি নাহি মার কেন ॥

সুশান্তা কাতরে বলে তুমি নারায়ণ ।
সেবা নাহি করে কেবা তব শ্রীচরণ ॥
সুরপুর ধরাতল রসাতল-বাসী ।
সবে সেবা করে প্রভো ! অহে অবিনাশী ॥
ভক্তে কোথা শত্রুভাবে কে দেখে কোথায় ।
তা হইলে ঘরে আন্তে পারে কি তোমায় ? ॥
আমি দাসী তিঁনি দাস সে জন্য আপনি ।
দয়া করি এসেছেন স্বয়ং চিন্তামণি ॥
ধর্ম্ম বলে ধন্য আমি হে কলি-নাশন ।
এঁদের বদনে শুনি প্রভু সঙ্কীর্ত্তন ॥
সত্যযুগ বলে বাঁচি দেখে তব দাস ।
এই ভক্তে অদ্য তব ঈশ্বর প্রকাশ ॥
শেষে শশিধ্বজ বলে মোরে দণ্ড কর ।
বড় অপরাধী আমি কামে জর জর ॥

শুনে কল্কি হাঁসিতে হাঁসিতে নৃপে কয়।
যথার্থ আমাকে তুমি করিয়াছ জয়॥
ইতি ধর্ম্মতত্ত্ব।

রমার বিয়ে।

রণে থেকে পুত্র দুটি ডেকে আনাইয়ে।
স্ত্রী মতে কল্কিরে তোষে রমা কন্যা দিয়ে॥
দেবাপি বিশাখযূপ আর রাজাগণ।
রণস্থল হতে ডেকে করে আনয়ন॥
কল্কি-সনে রমা-বিয়ে করিতে দর্শন।
হুড় হুড় কোরে আসে নরপতিগণ॥
এলো সেনা গজ আর প্রজা ছিল যত।
শঙ্খ ভেরি মৃদঙ্গাদি বাজে অবিরত॥
বৌএরা সকলে মিলি উলু উলু দেয়।
গাওনা বাজনা কত দান ধ্যান হয়॥
ভক্ষ্য-দ্রব্য নানা মত খেয়ে নৃপগণ।
প্রবেশিল সভা-মাঝে হাঁসি খুসি মন॥
আইল দেখিতে সব ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে।
বৈশ্য শূদ্র সেজে গুজে বস্ত্র আভরণে॥

কল্কিরে দেখিল সবে অতি মনোহর।
তারাগণ মধ্যে শোভে যেন শশধর॥
দেখেন জামাই রূপে কল্কি রমাপতি।
ভক্তি করি বসিলেন তথা নরপতি॥

ইতি রমার বিয়ে।

শশিধ্বজ ও সুশান্তার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ।

শশিধ্বজ সুশান্তারে বলে নৃপগণ।
কল্কির শ্বশুর শ্বশ্রু আপনারা হন॥
দেখিনু অটল ভক্তি শেখা, কোন খানে।
কেবা দিলে কোথা পেলে শুনিব শ্রবণে॥
শশিধ্বজ বলে রাজা হরি-ভক্তি বলে।
পূর্ব্বজন্ম কথা আমি নাহি যাই ভুলে॥
হাজার যুগের শেষে গৃধ্র ছিনু আমি।
সুশান্তা ছিলেন গৃধ্রী মনে বেশ জানি॥
গাছে থাকি বাসা কোরে মরা মাংস খাই।
ইচ্ছা হলে কোন দিন উপবনে যাই॥
দেখে ব্যাধ পাতে ফাঁদ বধিতে জীবনে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ যাহা এড়াই কেমনে॥

পোশা গৃধ্র চড়ে তার ফাঁদের কাছেতে।
খিদে পেয়ে ছিল বড় এলাম খাইতে॥
ফাঁদে ধরি শিরে করি ব্যাধ লয়ে যায়।
ঠোঁঠেতে ঠোকর মারি নাহি ছাড়ে তায়॥
আনন্দে গণ্ডকী-তীরে মোদের লইয়া।
মাথা চূর্ণ করে ব্যাধ পাথরে ফেলিয়া॥
সেটা ছিল শালগ্রাম মৃত্যু তায় বোলে।
চতুর্ভুজ হয়ে স্বর্গে যাই সেই ফলে॥
এক শত যুগ মোরা কাটাই তথায়।
ব্রহ্মলোকে পঞ্চশত দেবে চার যায়॥
এখানে সংসারে বদ্ধ মোরা দুই জন।
আশা বড় শ্রীহরির হেরিব বদন॥
শালগ্রাম ছুঁয়ে মৃত্যু গণ্ডকীর তীর।
সেই ফলে এই হলো দেখি ভক্তি-নীর॥
তাই ভেবে হরি-সেবা দিন রাত করি।
রসে মত্ত হয়ে নাচি দেই গড়াগড়ি।
কলিরে নাশিতে প্রভু কল্কি অবতার।
শুনেছিনু এই কথা বদনে ব্রহ্মার॥
আত্ম পরিচয় দিয়ে সভার মাঝারে।
কল্কিরে বিদায় করে ভক্তি-সহকারে॥

সঙ্গে দেন লক্ষ ঘোঁড়া ধন রত্ন কত।
হাজার দশেক হাথী ছ-হাজার রথ ॥
রমা-সনে দেন ছ-শত যুবতী দাসী।
বিদায় হইয়া ঘরে যান অবিনাশী ॥
ধ্যান পূজা কল্কিদেবে কোরে রাজাগণ।
জিজ্ঞাসে শশিরে ভক্ত-ভক্তির লক্ষণ ॥

ইতি শশিধ্বজ সুশান্তার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ।

ব্রহ্মসভায় ভক্তি প্রদর্শন।

ভক্তি কারে বলে রাজা, বলে নৃপগণ।
কারে ভক্ত বলা যায়, কি করে ভোজন ॥
কি কাজ কোথায় বাস আলাপ কি করে।
তোমাকেই করেছেন জাতিস্মর হরে ॥
জান সব মহারাজ প্রকাশিয়ে কও।
হাঁসি মুখে বলে শশি জয়যুক্ত হও ॥

জিজ্ঞাসিলে সেই কথা সনক সেকালে।
ব্রহ্মসভা মাঝে আসি নারদেরে বলে ॥
বোসেছিনু আমি সেথা শুনিয়াছি সব।
পরম পবিত্র কথা সমুদায় কব ॥

সংসার হইতে মুক্ত কিসে হওয়া যায়।
কেমন সে হরি-ভক্তি পাব কি উপায়॥
জিজ্ঞাসে সনক, দেবর্ষি নারদ কয়।
ভক্তি মুক্তি রূপ এই কথা সুধাময়॥

পঞ্চেন্দ্রিয় মন আগে সংযত করিয়ে।
গুরুকে অর্পিবে দেহ এক চিত্ত হয়ে॥
প্রসন্ন হইলে গুরু হরি তুষ্ট হন্।
এ কথা অন্যথা নয় নিজে হরি কন্॥
প্রণব স্বাহার মাঝে মবর্ণ বিষ্ণুরে।
স্মরে বাসুদেবে পূজা কোরো উপচারে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন বসন ভূষণ।
পুষ্প নৈবিদ্যাদি দিও পার যে যেমন॥
বুকে কোরে তাঁর, রাঙা পদ দুই খানি।
সেই হরি-পাদ-পদ্মে দিও তব প্রাণি॥
দিও আর বাক্য মন বুদ্ধীন্দ্রিয়গণ।
জানিবে দেবতা সব বিষ্ণু-অঙ্গ হন্॥
এ জগতে তিনি বিনা কেহ নাহি আর।
দেব দেবী আছে যত আত্মমূর্ত্তি তাঁর॥

ভক্ত হয়ে মনে কোরো সেবক তাঁহার।
অজ্ঞানেতে বস্তু কার্য্য করেন স্বীকার॥
সেব্য সেবকতা ভাবে শুদ্ধ ভক্ত সনে।
দ্বৈত ভাব আছে তাঁর ঠিক জেনো মনে॥
তাঁর মূর্ত্তি বিনা দেখ কিছু নাই আর।
যথার্থ ভক্তেরা স্মরে রূপ অনিবার॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনে সুখ অন্তরে পাইয়া।
হাঁসে কাঁদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥
হইয়ে শিশুর মত ভূতলে লুটায়।
একেবারে আপনারে ভক্তে ভুলে যায়॥
এই অকপট ভক্তি এতে স্তব্ধ হয়।
সুরাসুর নর দেব যেবা যেথা রয়॥
ভক্তিই প্রকৃতি নিত্য লভে ব্রহ্ম-ধন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভক্তিরূপ হন্॥
বেদ চেও ভক্তি বড় সত্ব-গুণে হয়।
রজ গুণ প্রভাবেতে ইন্দ্রিয় প্রশ্রয়॥
তমোগুণে ভেদদর্শী বুদ্ধি লোপ পায়।
কুকাজেতে রত সদা নরকেতে যায়॥
সত্বগুণে নির্গুণতা লভে ভক্তগণ।
রজগুণে ঘর বাড়ী নারী রত্ন ধন॥

ভক্তেরা পবিত্র বস্তু বিষ্ণু নিবেদিয়ে।
ভোজন করিবে ভাই সন্তুষ্ট হইয়ে॥
এঁটো হলে ঘৃণা তাহে কোরো নাকথন।
বলেন সাধুরা এঁরে সাত্বিক ভোজন॥
বীর্য্য রক্ত আয়ু ইন্দ্রী তুষ্ট যাতে হয়।
সেই দ্রব্য খেলে রাজস ভোজন কয়॥
কটু অম্ল উষ্ণ আদি করিলে আহার।
তামস ভোজন বলে সংসারের ছার॥
সাত্বিকেরা বনে থাকে রাজসিক গ্রামে।
তামসের বাসভুমি দূত বেশ্যা স্থানে॥
সেবক কামনা হীন নাহি দেন হরি।
উভয়ের বাড়ে প্রেম ভক্তি-রসে পড়ি॥
সনক ঋষিরে পূজে শুনি বিষ্ণু গান।
শুদ্ধ মনে ইন্দ্রালয়ে করেন প্রস্থান॥

ইতি ব্রহ্মসভায় ভক্তি প্রদর্শন।

ভক্তি ভক্ত মাহাত্ম্য।

বৈষ্ণব পরম ধর্ম্ম বলে রাজাগণ।
কেমনে করিলে রণ বল হে রাজন্॥

তব সম সাধু, প্রিয় প্রাণ বুদ্ধি ধন।
সতত জীবের কর মঙ্গল সাধন॥

শশিধ্বজ বলে শুন বলি রাজাগণ।
প্রকৃতি হইতে বেদ জগত সৃজন॥
বেদে ধর্ম্মাধর্ম্ম আর ভক্তির উদয়।
তাই দেখে মম মন রণে মত্ত হয়॥
অবধ্য ব্যক্তিরে বধ কর্লে পাপী বলে।
বধ্য রক্ষা করিলেও সেই ফল ফলে॥
বেদজ্ঞ ব্যাসের কথা প্রায়শ্চিত্ত নাই।
সৈন্য নাশি কল্কিদেবে ঘরে আনি তাই॥
মম মতে ভক্তিমার্গ ইহাকেই কয়।
তোমাদের এ বিষয়ে ও মত কি নয়?॥
দেখ যদি সর্ব্ব স্থল হয় বিষ্ণুময়।
কেবা কারে নাশে বিনষ্ট কেহই নয়॥
যুদ্ধ যজ্ঞে জীব হিংসা হিংসা মিথ্যা নয়।
বেদে লেখা বলে মনু মুনিগণ কয়॥
যজ্ঞ যুদ্ধে শ্রীবিষ্ণুর পূজা আমি করি।
ইহাতেই হয় সুখ অন্তে পাই হরি॥

বলেন নৃপতিগণ বলি হে রাজন্ !।
যিনি গুরু শাপে ত্যজে আপন জীবন ॥
অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্ব নিমি রাজ যেই।
জন্মিল বিরাগ দেহে বল কেন সেই ॥
শিষ্য-শাপে মৃত সে বশিষ্ঠ দেহ ধরে।
বিষ্ণু-মায়া ত্রিসংসারে বুঝিতে কে পারে ? ॥

শশিধ্বজ বলে ভক্তি মুক্তি অনুসারে।
বহু জন্ম তীর্থ ভ্রমি থাকিয়ে সংসারে ॥
দৈবে সাধুসঙ্গ লাভ তাহাতে ঈশ্বর।
ত্যেজিবে ভোগ বাসনা কার্য্যে হবে ভর ॥
তার পর হরি পূজা হরি সঙ্কীর্ত্তন।
হরি রূপ ধ্যান জ্ঞান হরিতেই মন ॥
বার ব্রত পূজা পাঠ করে অনুষ্ঠান।
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মন সদা হরি ধ্যান ॥
মুক্তি ফল দেখে তাঁরা মুক্তি নাহি চান।
হরি সেবা ধর্ম্ম কর্ম্মে তীর্থেতে কাটান ॥
যেই রূপ হয় দেখে কৃষ্ণ অবতার।
ভক্তেরও অবতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ॥

ভক্তির মাহাত্ম্য সব করিনু বর্ণন।
কাম আদি মায়া মোহ হয় বিনাশন॥
ইন্দ্রিয় দেবতাদের আনন্দ বর্দ্ধন।
কৃষ্ণ তুল্য ব্যাস আদি ইহার কারণ॥
হরিভক্তি প্রভাবেতে জীবে মুক্তি হয়।
রচিল ভুবন চন্দ্র কথা সুধাময়॥
ইতি ভক্তি ভক্ত মাহাত্ম্য।

বিষ্ণুভক্তি কথা।

সভামাঝে শশিধ্বজ বলেন কল্কিরে।
তপস্যা করিতে আমি যাব হরিদ্বারে॥
ছেলে পিলে নাতি পুতি রৈল তবাশ্রয়।
আবার কি দিব আমি আত্ম পরিচয়॥
জান তুমি অন্তর্যামী দ্বিবিদের কথা।
জাম্বুবান নামে কল্কি হেঁট করে মাথা॥
তাই দেখে নৃপগণ করে নিবেদন।
কেন প্রভো হইলেন বিরস বদন॥
কল্কি বলে শশিধ্বজে জিজ্ঞাস কারণ।
শশিধ্বজ প্রকাশিয়ে করেন বর্ণন॥

শ্রীরাম রাবণ যুদ্ধে লক্ষ্মণের করে।
মুক্তি পায় ইন্দ্রজিত সেই রণে মরে॥
ব্রহ্ম বীর বধ হেতু অনলের ঘরে।
ঠাকুর লক্ষ্মণ মরে ঐকাহিক জ্বরে॥
দ্বিবিদ আরাম কোরে মৃত্যু বর পায়।
জন্মান্তরে মুক্তি পাবে কহিলেন তায়॥
"সাগর উত্তর তীরে দ্বিবিদ বানরে।
লক্ষ্মণের ঐকাহিক জ্বর নষ্ট করে॥"
তাল পাতে এই মন্ত্র লিখে যেবা পড়ে।
উভয়ের ঐকাহিক জ্বর নষ্ট করে॥
দ্বিবিদ, সুতের পুত্র লোম হরষণ।
হরি-কথা কয় সদা হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
একদিন বলরাম কুরুক্ষেত্রে হেরে।
সহসা নাশিয়ে প্রাণ মুক্তি দান করে॥
জাম্ববানে এই হরি বামনাবতারে।
তুষ্ট হয়ে দেন বর মুক্তি জন্মান্তরে॥

সত্রাজিত রাজা ছিনু কৃষ্ণ অবতারে।
মণি চুরি অপবাদ দিলাম তাঁহারে॥

প্রসেনে বিনাশে সিংহ সিংহে জাম্ববান্।
মোর অপবাদে কৃষ্ণ লয় তাঁর প্রাণ ॥
কৃষ্ণে চিনি জাম্ববান্ কন্যা জাম্ববতী।
কৃষ্ণে সমর্পিয়ে পরে স্বর্গে হলো গতি ॥
মণি ও রমণী লয়ে আসি দ্বারকায়।
সভামাঝে ডেকে মণি দিলেন আমায় ॥
তখন লাজেতে মরি কি করি বিধান।
মণি সনে সত্যভামা করি সম্প্রদান ॥
রূপে আলো করে কন্যা হেরি ভগবান্।
তারে লয়ে হস্তিনায় করেন প্রস্থান ॥
মণি-লোভে শতধন্বা মারিল আমায়।
মিথ্যা দোষারোপে মুক্তি হইল না তায় ॥
রমা কন্যা দিয়ে মুক্তি এই অবতারে।
বাসনা করেছি বড় যাই হরিদ্বারে ॥

শ্বশুর বিনাশ হেতু এ অধোবদন।
শুনিলে হে রাজাগণ! কথা পুরাতন ॥
এমন অপূর্ব্ব কথা যে করে শ্রবণ।
যশ সুখ মোক্ষ লাভ করে সেই জন ॥

ইতি বিষ্ণুভক্তি কথা।

বিষকন্যার কথা।

শ্বশুরে বিদায় কোরে নৃপগণ সনে।
এলেন কাঞ্চনী পুরে হরষিত মনে॥
বিষধরে রক্ষা করে পুরী মনোহরে।
শত শত নাগকন্যা বিচরণ করে॥
বর্ণ হারে বর্ণিবারে রূপ অতুলনা।
সেনা নৃপ সনে স্তব্ধ কল্কির ভাবনা॥
বেষ্টিত চন্দন বৃক্ষে মণিতে খচিত।
অপূর্ব্ব রচিত পুরী দেবের রমিত॥
কত শত রাজা এসে গেছে রসাতল।
হইল আকাশ-বাণী "একা কল্কি চল"॥
শুনে কল্কি শুক সনে অশ্ব আরোহণে।
গিয়ে দেখে বিষকন্যা ভাবে মনে মনে॥
হেরিলে সে রূপ ছটা মুনি-মন টলে।
হাঁসিতে হাঁসিতে কন্যা রমানাথে বলে॥
এত দিনে প্রভো! বুঝি বিধি অনুকূল।
সুরাসুর নরে নাহি তব সমতুল॥
কল্কি বলে কও কন্যা কাহার ললনা।
কি কারণে বন্দী হেন প্রকাশে বল না॥

বিষময় আঁখি দ্বয় রূপের মাধুরী।
হেরি নাই হেন রূপ কোরো না চাতুরী ॥
ঋষিকন্যা বলে প্রভো ! কর অবধান।
চিত্রগ্রীব-ভার্য্যা আমি সুলোচনা নাম ॥
বড় ভালবাসে পতি প্রাণের সমান।
আমোদ করিতে লয়ে রম্য স্থানে যান ॥
এক দিন দিব্য রথে বসি দুই জন।
গন্ধমাদনের কুঞ্জে, করিনু গমন ॥
কত যে রসের কথা হচ্চে দুই জনে।
হেনকালে দেখা হলো যক্ষ মুনি সনে ॥
লম্বাখাঁদা মোটা কটা অতি কদাকার।
তরুণ যৌবনে আমি নিন্দা করি তাঁর ॥
মোর ঠাট্টা শুনে মুনি মোরে দিল শাপ।
বিষনেত্রে কাঞ্চনীতে ভোগো গিয়ে পাপ ॥
তদবধি পতিহীনা নাগিনীর সনে।
বিষনেত্রা হয়ে থাকি সদা চিন্তি মনে ॥
কোন্ তপস্যার বলে হেরি আপনায়।
হইল অদ্ভুত চক্ষু ধরি তব পায় ॥
চলিনু আনন্দে প্রভো ! পতির সদন।
ঋষি-শাপ মন্দ নয়, প্রভু দরশন ॥

এত বলি আলো করি চড়ি দিব্য যান।
চলিল বৈকুণ্ঠ ধামে পেয়ে পরিত্রাণ॥

—•◉•—

সেই রাজে দিয়ে রাজ্য কল্কি ভগবান্।
মরুকে অযোধ্যা দিয়ে মথুরায় যান॥
দেবাপিরে পঞ্চ স্থান সুর্য্যেরে মথুরা।
ভায়েরে মগধ, পায় বঙ্গাদি জ্ঞাতিরা॥
বিশাখযূপেরে কল্কি দিল কঙ্কদেশ।
পুত্রগণে কর্ব্ব চোল দ্বারকা প্রদেশ॥
বাপে দিয়ে ধন রত্ন শম্ভলেতে যান।
পদ্মা রমা সনে সুখে সময় কাটান॥
শস্য পূর্ণা বসুমতি সত্যযুগময়।
বার ব্রত যাগ যজ্ঞ বেদ পাঠ হয়॥

ইতি বিষকন্যার কথা।

—<>—

মায়া স্তব।

শুকদেবে মার্কণ্ডেয়, মায়া স্তব বলে।
শুনেছি শুকের কাছে সদ্য ফল ফলে॥
শুচি হয়ে হে শৌনক! যেবা স্তব করে।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ পায় শোক তাপ হরে॥

ভল্লাট নগর ত্যজি মায়ার মন্দিরে।
বিষ্ণুভক্ত শশিধ্বজ এই স্তব করে॥

প্রণবাদি স্বাহা স্বধা, সুক্ষ্ম স্বরূপিণী।
সত্ত্বসার সুপবিত্রা দেবের জননী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ তব পূজা করে।
নমস্কার করি, দেবি! বেদে তত্ত্ব ধরে॥
লোকাতীতা দ্বৈতভূতা জ্ঞানী করে ধ্যান।
কালেতে চঞ্চলা দেবি! মুক্তি কর দান॥
কাল দৈব নাম কর্ম্ম, তেজে জানা যায়।
এক মাত্র দৈতবাদী আপনাকে পায়॥
জলে রস তেজে রূপ শব্দ আকাশেতে।
ভূমে গন্ধ বায়ু স্পর্শ প্রকাশ তোমাতে॥
শ্রীপতির লক্ষ্মী তুমি ভবের ভবানী।
কালরূপা জ্ঞানাতীতা হে কামরূপিণী!॥
সাবিত্রী বরদা সিদ্ধা চণ্ডী দুর্গা কালী।
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা আপনি সকলি॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর যেবা স্তব করে।
সর্ব্ব সিদ্ধি লভে সেই ধেয়ালে অন্তরে।

এই স্তবে শশিধ্বজ বিষ্ণু ধ্যান করি।
গেলেন বৈকুণ্ঠ ধামে, দেহ পরিহরি॥
ইতি মায়া স্তব।

নারদ আগমন, বিষ্ণুযশার মোক্ষ ও সুমতির সহমরণ।

সূত বলে হরি-কথা করিনু কীর্ত্তন।
শশিধ্বজ মুক্তি যথা ওহে ঋষিগণ॥
বেদ ধর্ম্ম সত্যযুগ কল্কি অধিকারে।
দেব দেবী কোরে মূর্ত্তি পূজে ঘরে ঘরে॥
পাষণ্ড তিলকধারী দেখা নাহি যায়।
কল্কির রাজত্ব কালে বঞ্চক পলায়॥
পদ্মা রমা সনে কল্কি সদা সুখে রন্।
হিত হেতু যজ্ঞ কর্ত্তে পিতা আসি কন্॥
নত শিরে রাখে কল্কি পিতার বচন।
যজ্ঞেশ্বরে যজ্ঞ করি করে আরাধন॥
রাজসূয় বাজপেয় অশ্বমেধ আদি।
ব্যাস রাম কৃপে ডাকি সব যজ্ঞ সাধি॥
ভক্তি করে লয়ে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে।
খাইয়ে দক্ষিণা দেন যতেক ব্রাহ্মণে॥

সেকালে বসুরে অগ্নি, খাওয়ান মরুত।
দিলেন বরুণ জল তুষ্ট বিপ্র যত ॥
রম্ভা নাচে হুহু গায় যজ্ঞ অবসানে।
বাল বৃদ্ধ নারী তুষ্ট কল্কি ধন দানে ॥
পিতৃ মতে গঙ্গাতীরে থাকে কল্কি পরে।
নারদ তুম্বুরু তথা আসি দেখা করে ॥
পিতা পুত্রে পূজা করি নারদেরে বলে।
আজি কি সৌভাগ্য, দেখা পূর্ব্বজন্ম ফলে ॥
বলে কল্কি মুক্তি আজি সাধু দরশনে।
আজি যজ্ঞ-ফল ফলে তব আগমনে ॥
স্বচক্ষে দেখিয়ে আজি পূজি নিজ করে।
দেব পিতৃ হন্ তুষ্ট নিশ্চয় অন্তরে ॥
বিষ্ণু পূজা করা হয় যাঁহারে পূজিলে।
বিষ্ণু দেখা ফল হয় যাঁহারে দেখিলে ॥
ছুঁইলে যাঁহারে হয় পাপরাশী নাশ।
আজি সেই সাধু-সঙ্গে হলো মোর বাস ॥
সাধু হরি এক, ভৌতিক এ দেহময়।
দুষ্টেরে নাশিতে যেন কৃষ্ণ জন্ম হয় ॥
বিষ্ণু ভক্তি রূপ তরি জীবে করি দান।
কর্ণধার হয়ে পার কর ভগবান্ ॥

সংসার যাতনা গিয়ে কিসে শুভোদয়।
বলুন নির্ব্বাণ পদ যাতে মুক্তি হয়॥
বিষ্ণুযশা-বাক্যে মুনি চিন্তা করে মনে।
মায়ার প্রভাব কত সংসারে কে জানে॥
স্বয়ং বিষ্ণু পূর্ণ ব্রহ্ম কলি পুত্র যাঁর।
তিনি গতি মুক্তি চান নিকটে আমার॥
বিষ্ণু যশে তত্ত্বপথ বলেন নির্জ্জনে।
মায়া জীবে ভরা মন দেহ অবসানে॥
বলিতেছি মূল কথা কর হে শ্রবণ।
সহজে বুঝিবে তুমি মায়া প্রবন্ধন॥
জীব বলে মায়ে! যদি দেহে আমি নই।
তবে মায়া মূলা অহমিকা বুদ্ধি কই?॥
মায়াবলে মায়ামূলা দেহ ধর্‌লে তুই।
আমার সম্পর্ক ভিন্ন ও ইচ্ছাতে নই॥
মায়াবলে মোর বলে জগত সংসার।
বাঁচে জীব চেষ্টাশীল জ্ঞান দেই তার॥
জীব বলে জানে তোরে মোর বলে বল।
যেমন সূর্য্যেরে ঘেরে সদা থাকে জল॥
যেমন স্বৈরিণী নিজ স্বামি-নিন্দা করে।
করিস্ তেমনি তুই থেকে মোরে ধরে॥

তখন ত্যেজিলে মায়া মোর দেহ হতে।
শাপ দিয়ে গেল চলে রাগিতে রাগিতে ॥
সেই শাপে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই।
পৃথিবীতে স্থান মোর থাকিবার নাই ॥
হে ঠাকুর! তব পুত্রে ছেড়ে মায়া বশ।
ঘর বাড়ী আশা ছেড়ে গাও হরি যশ ॥
এ জগৎ বিষ্ণুময় বিষ্ণু জগন্ময়।
আত্মাতেই দিয়ে আত্মা ছাড় হে বিষয় ॥

বোলে কোয়ে কল্কিদেব বিপ্রে দিয়ে জ্ঞান।
নারদ কপিলাশ্রমে করেন প্রস্থান ॥
ব্রহ্মযশা পুত্রতত্ত্ব নারদের মুখে।
পেয়ে বদরিকাশ্রমে চলিলেন সুখে ॥
ত্যজেন ভৌতিক দেহ দেখিয়ে সুমতি।
প্রবেশে অনলে হর্ষে কোলে সুতপতি ॥
সুরপুরে দেবগণ করি দরশন।
প্রসংশা করিল কত তুষ্ট নারায়ণ ॥
শুনে কল্কি কেঁদে শ্রাদ্ধ করি সমাধান।
পদ্মা রমা সনে প্রভু শম্ভলেতে যান ॥

একদা পরশুরাম কল্কিরে দেখিতে।
এলেন শম্ভলে মহেন্দ্র শিখর হতে ॥
দেখে কল্কি উঠিলেন পদ্মা রমা সনে।
মহানন্দে পূজা করে তোষেন ভোজনে ॥
শোয়ান্ সোণার খাটে দিয়ে আভরণ।
পদ-সেবা কোরে কল্কি করে নিবেদন ॥
সব সিদ্ধ হয়েছে প্রসাদে আপনার।
হে গুরো ! কি বলে রমা শুন কথা তার ॥
রমা বলে বার ব্রতে কিসে পুত্র পাই।
হে গুরো ! বলুন মোরে কৃপা ভিক্ষা চাই ॥

ইতি নারদ আগমন, বিষ্ণুযশার মোক্ষ ও
সুমতির সহমরণ।

রুক্মিণী ব্রত কথা।

যে মতে রুক্মিণী ব্রত, করে নারীগণ।
শৌনকে কহেন সুত, সেই বিবরণ ॥
বিখ্যাত অসুর রাজ, বৃষপর্ব্বা বলী।
শর্ম্মিষ্ঠা তনয়া তাঁর, গেরো তার বলি ॥
এক দিন শুক্রকন্যা দেবযানী সনে।
গা ধুইতে সরোবরে, যান সখীগণে ॥

দোঁহে জলে খেলা করে, বস্ত্র রেখে তীরে।
হেনকালে উমা-সনে, উমাপতি ফিরে॥
সহসা হেরিয়ে শিবে, তটস্থ লজ্জায়।
বসন লইতে গোল, হলো দুজনায়॥
না দেখিয়ে দেবযানী, সাড়ী পড়ে যায়।
শর্ম্মিষ্ঠা আপন বস্ত্র, দেখিতে না পায়॥
পরেছিস্ কার সাড়ী, দ্যাখ দেখি চেয়ে ?।
ছেড়ে দে বসন মোর ভিখারির মেয়ে॥
এ বোলে শর্ম্মিষ্ঠা তারে, কুয়াতে ফেলিয়া।
চলিল সঙ্গিনী সনে, হাঁসিয়া হাঁসিয়া॥
দেবযানী গর্ত্তে পড়ে, করয় রোদন।
যযাতি নহুষ-পুত্র, করে আগমন॥
তুলিয়ে জিজ্ঞাসে কও ? কে তুমি সুন্দরী।
কি হয়েছে কাঁদ কেন ? হেথা একাকিনী॥
লজ্জা ভয়ে দেবযানী, ফুলিতে ফুলিতে।
শর্ম্মিষ্ঠার আচরণ, লাগিল কহিতে॥
যযাতি ইহার মাঝে, অন্তর বুঝিয়া।
বিবাহ করিব বলি, যান্ আশ্বাসিয়া॥
আসিয়ে বাপের কাছে, সব কথা কয়।
শুক্রের দেখিয়ে রাগ, পায় সবে ভয়॥

বৃষপর্ব্বা নমস্তুতি কত যে করিল।
দোঁহে দণ্ড কর বলি, রাগ থামাইলে॥
শর্ম্মিষ্ঠার বাপে, পিতৃ-পদে দেখি নত।
সেবিবে তোমার কন্যা মোরে অবিরত॥
তাই শুনে বৃষপর্ব্বা দিয়ে শর্ম্মিষ্ঠায়।
অন্তরে কাঁদিয়ে নৃপ ঘরে ফিরে যায়॥
যযাতি রাজারে শুক্র করিয়ে আহ্বান।
বিধি মত নিজ কন্যা করে সম্প্রদান॥
শর্ম্মিষ্ঠারে বোলে নৃপে দিল কন্যা সনে।
হবে জরা যদি লও কখন শয়নে॥
যা ছিল কপালে হলো দৈবের লিখন।
রাজ-বালা শোকাকুলা, কে করে খণ্ডন॥
সেবা সাঙ্গ কোরে একা এক দিন বনে।
কত দূর চলে যায় কাঁদে মনে মনে॥
দেখিল কামিনী কত ঘেরে ঋষিবরে।
ফলে ফুলে ধূপ দীপে কোন্ ব্রত করে॥
শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়ে কাছে করি দরশন।
প্রণমিয়া মুনিবরে করে নিবেদন।
হে দেবি সকল! আমি রাজার নন্দিনী।
করি দাসীগিরী, পতি নাই অভাগিনী॥

শুনিয়ে নীরব সব, করিয়ে করুণা ।
ব্রত-মাঝে সঙ্গে নিল যতেক ললনা ॥
মহামুনি বিশ্বামিত্র, এ ব্রত করায় ।
নাম এ রুক্মিণী-ব্রত, ফল পায় প্রায় ॥
দ্বাদশী বৈশাখ শুক্লে বেদ মন্ত্র পোড়ে ।
পট্টসূত্র হাতে বেঁধে, এই ব্রত করে ॥
কলাগাছ পুঁতে চার, বেদি-মাঝে তায় ।
বস্ত্র আচ্ছাদন, স্বর্ণ পট্টে শোভা পায় ॥
বানাইয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি, রত্নেতে সাজান ।
পঞ্চ গব্যে পঞ্চামৃতে, করাইয়া স্নান ॥
যার যেবা দশ পাঁচ, ষোল উপচারে ।
নীরবিয়ে এক চিত্তে পূজিছে তাঁহারে ॥
হে ঈশ ! শীতল জল করিয়ে গ্রহণ ।
পথশ্রম শান্তি কর ওহে ভগবন্ ! ॥
লও হে রুক্মিণীনাথ ! এই দূর্ব্বাদল ।
লক্ষ্মী সনে লও প্রভু আচমন জল ॥
সুগন্ধি কুসুম মালা বক্ষ শোভা কর ।
যতনে গেঁথেছি সুতে লও সুরেশ্বর ॥
পবিত্র এ যজ্ঞসূত্র, শুদ্ধ আবরণ ।
কৃপা করি রমানাথ করুন্ গ্রহণ ॥

সনাথ কর হে মোরে, হে শ্যামসুন্দর !।
ত্বরাও এ দুঃখ হতে অহে পীতাম্বর ॥
শর্ম্মিষ্ঠা ব্রতের ফলে লভে নৃপ পতি।
যৌবন না যায়, পেয়ে পুত্র সুখী অতি ॥
প্রসাদে বৃহদেশ্বর, দ্রৌপদীও পায়।
ইচ্ছা মত পতি পুত্র যৌবন না যায় ॥
জনকনন্দিনী সীতা, সরমার সনে।
এই ব্রত কোরে ছিল অশোকের বনে ॥
সেই ফলে পতি পায়, মরিল রাবণ।
রাক্ষস বিনাশ হলো রাজা বিভীষণ ॥
জামদগ্ন্যের প্রসাদে, কল্কি-প্রিয়া রমা।
এই ব্রত ফলে পায় পুত্র নিরুপমা ॥
যে রমণী এই ব্রত করে অনুষ্ঠান।
ইচ্ছা মত পতি পায়, সুশীল সন্তান ॥
যৌবন না যায় তার সদা সুখে রয়।
অন্তকালে স্বর্গ পায়, যমে করে ভয় ॥
ইতি রুক্মিণী ব্রত-কথা।

কল্কির বিহার।

শুনিলে রুক্মিণী-ব্রত অহে বিপ্রগণ ! ।
কল্কির বিহার কথা বলিব এখন ॥
সুত বলে মন দিয়ে যে করে শ্রবণ ।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ আর পায় পুত্র ধন ॥
ভাই বন্ধু পুত্র লয়ে কল্কি ভগবান্ ।
শম্ভলে হাজার বর্ষ করে অবস্থান ॥
অপূর্ব্ব নির্ম্মিত পুরী কিবা শোভা পায় ।
পথ ঘাট পরিষ্কার সভা মনোময় ॥
কত যে নিশান উড়ে হাজার হাজার ।
ইন্দ্রের অমরাবতী তুলনা ইহার ॥
আটষট্টি হাজার তীর্থ শম্ভলেতে হয় ।
কল্কি পদার্পণে যম সদা করে ভয় ॥
সুগন্ধ কুসুমে বন শোভিত যেমন ।
জগতের মোক্ষ স্থান হইল তখন ॥
তীর্থে আসি নর নারী কল্কি দরশনে ।
পূজা করে মহানন্দে সুখী মনে মনে ॥
এ দিকেতে দিন দিন স্ত্রৈণ হন্ হরি ।
বিহার করিতে যান চড়ে কামচারী ॥
সুররাজ দত্ত এই রথ মনোময় ।
মদোন্মত্তে হয়ে মত্ত দিবা নিশি রয় ॥

কখন পর্ব্বতে শৃঙ্গে নিকুঞ্জে কখন।
কখন নদীর তীরে গৃহে কদাচন॥
দিবানিশি পদ্মা মুখে পদ্ম মধু খান।
পদ্মার সৌরভ সদা করেন আঘ্রাণ॥
ইন্দ্রনীল বিভূষিত পর্ব্বত গুহায়।
পদ্মা রমা সনে কল্কি এক দিন যায়॥
পদ্মা রমা সখি সাথে করিতে রমণ।
কল্কির পশ্চাতে ধায় প্রফুল্লিত মন॥
শতগুণে সুরূপসী শত শত নারী।
ভ্রমে পড়ি পদ্মা রমা মূর্চ্ছা যান হেরি॥
রমণীরতন লয়ে মদন বিহারী।
প্রেমময় প্রেমালাপ প্রেমের চাতুরী॥
হাঁসে গায় শোভা পায় কত নৃত্য করে।
এ দিকেতে পদ্মারমা প্রাণে জ্বলে মরে॥
আঁকিয়ে পতির মূর্ত্তি করে নমস্কার।
স্তব করে কত রমা দিয়ে অলঙ্কার॥
কামাতুরা হয়ে পটে আলিঙ্গন করে।
একে বারে অবসন্না হন্ রস ভরে॥
এদিকেতে পদ্মা যেন খেপা ভোলানাথ।
ধুলায় লোটায় অঙ্গ খালি বলে নাথ॥

ফেলে দিয়ে আভরণ কামে জ্বরে শরে।
কোথা গেলে এসো নাথ! ডাকেন কাতরে ॥
আপনারে ভুলে কল্কি মাতেন মদনে।
দিবানিশি থাকিলেন রমণী রমণে ॥
কখন থাকেন কল্কি পয়োধরোপরে।
হাঁসিতে হাঁসিতে কভু আলিঙ্গন করে ॥
কখন রমণী লয়ে যান সরোবরে।
মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বাল-ক্রীড়া করে ॥
কল্কির অপার খেলা লেখা নাহি যায়।
পড়িলে শুনিলে মোক্ষ, মোহাদি পলায় ॥ ইতি

কল্কির বৈকুণ্ঠ গমন।

গন্ধর্ব্ব কিন্নর ঋষি দেবতা ব্রাহ্মণ।
কল্কির নিকটে সবে করে আগমন ॥
সভা মাঝে দেখে কল্কি দেন উপদেশ।
হেঁসে হেঁসে সবা সনে আলাপ অশেষ ॥
শ্যাম কলেবরে যেন নব জলধরে।
মণি মুক্তা অলঙ্কারে কিবা শোভা করে ॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষে রত্ন-হার।
মস্তকে কিরীট সূর্য্য সম আভা তার ॥

অপরূপ রূপ তাঁর দেব মুনি হেরে।
ভক্তি-সহকারে স্তব আরম্ভণ করে॥
হে নব নীরদ শ্যাম! জগত-তারণ।
বক্ষেতে কৌস্তুভরাজি হে চন্দ্র-বদন!॥
কলি কলুষ নাশক হে জগদাধার।।
বিদিত অখিল-লোকে তুমি বিশ্বেশ্বর॥
দেবেশ ভূতেশ বিভো! শক্তিরো অপার।
হতেছি শরণাগত কর প্রভু পার॥
শাসন হতেছে বড় সব ধরাতল।
থাকে যদি কৃপা তবে বৈকুণ্ঠেতে চল॥
চারি পুত্রে ডেকে কল্কি দিয়ে রাজ্য ধন।
বলেন বৈকুণ্ঠে যাই কাঁদে প্রজাগণ॥
তোমা বিনা ত্রিজগতে কেবা আছে আর।
তুমি রাখ তুমি মার মহিমা অপার॥
তোমার অধীন প্রাণ পুত্র পরিবার।
আমাদের লয়ে চল সঙ্গে আপনার॥
প্রজাদের বুঝাইয়ে মধুর বচনে।
চলিলেন বনে কল্কি পদ্মা রমা সনে॥
যেথা মুনিগণ সদা অবস্থান করে।
যেথা সুরধনি-বারি অবারিত ঝরে॥

যেথা অধিষ্ঠান করে যত দেবগণ।
সেই হিমালয়ে কল্কি করেন গমন ॥
বেষ্টিত অমরগণে জাহ্নবীর তীরে।
রূপান্তর হন্ কল্কি স্মরি আপনারে ॥
জ্যোতির্ম্ময় শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী।
শোভিত কৌস্তুভ মণি গোলোকবিহারী ॥
অপরূপ ধরে রূপ বৈকুণ্ঠ যাইতে।
পুষ্পবৃষ্টি দেব সব লাগিল করিতে ॥
সাগর জঙ্গম কাঁদে, কাঁদে ধরাতল।
জীব মাত্র কেঁদে কেটে হইল বিহ্বল ॥
পদ্মা রমা এ আশ্চর্য্য করি দরশন।
প্রবেশি অনলে, পতি-লোক প্রাপ্ত হন্ ॥
কল্কির আদেশে ধর্ম্ম সত্যযুগ রন্।
নিরাপদে ধরাতলে করে বিচরণ ॥
সুখেতে দেবাপি মরু পালে প্রজাগণ।
বনেতে বিশাখযূপ করিল গমন ॥
কল্কির বিরহে খেদে ছাড়ি রাজ্য ধন।
কত রাজা তাঁর ধ্যানে চলিলেন বন ॥
নর নারায়ণ ঘরে চলিলেন শুক।
কল্কি-যশ গেয়ে মুনিগণ পান সুখ ॥

যাঁহার শাসনকালে ছিল নাকো দনী।
রোগ শোক ভয় ব্যাধি পাষণ্ড বিহীন॥
ছিল না অকাল মৃত্যু আর স্বার্থ পর।
সতত মঙ্গলময় জীব নির্ম্মৎসর॥
কল্কি অবতার কথা করিনু কীর্ত্তন।
যশ আয়ু স্বর্গপ্রদ আর স্বস্ত্যয়ন॥
শোক তাপ দূরে যায় করিলে শ্রবণ।
ইচ্ছা মত পায় ফল ধর্ম্ম পুত্র ধন॥
যত দিন এ পুরাণ হইবে কীর্ত্তন।
তত দিন সমুজ্জ্বল রহিবে ভুবন॥
মিলিয়া শৌনক সব লোমহরষণে।
ধন্য ধন্য বলে সবে কল্কি-কথা শুনে॥
শুনিতে গঙ্গার স্তব পুনশ্চ সুধায়।
কহ সূত সেই স্তব শুনিব সবায়॥ ইতি

গঙ্গার স্তব।

গঙ্গার বন্দনা করি, যত মুনিগণ।
বোলেছিলে কল্কি-কাছে করে আগমন॥
সূত বলে সেই স্তব করি সঙ্কীর্ত্তন।
শোক মোহ পাপ নাশে শুন ঋষিগণ॥

কলুষ নাশিনী গঙ্গে ! মুক্তিপ্রদায়িণী।
দেবের বাঞ্ছিত জল পাপ তাপ বিনাশিনী ॥
হরিপদে কোরে বাস জীবের তরিতে।
কত আরাধনে অবতীর্ণ অবনীতে ॥
পারে কি উরগ নর অসুর অমর ?।
যাঁরে স্তব করে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ॥
ব্রহ্মকুমণ্ডলে বদ্ধ, শিবে শিরোমণি।
মা জননী, ইনি সুরপুরে মন্দাকিনী ॥
তরিতে সগরবংশ ভগীরথ সনে।
সুমেরু শিখর চিরি এলেন ভুবনে ॥
সুর করী দর্পচূর্ণ করি মা জাহ্নবী।
কেমনে পাইব পার আপনারে সেবি ॥
বিমল সলিল তব যে করে দর্শন।
ভবভয় বিদূরিত পাপ বিমোচন।
ভীষ্মের জননী ও মা ত্রিপথগামিনী।
দিবা নিশি করে স্তব কত শত মুনি ॥
হেরিলে তোমার শোভা মুনি মন হরে।
নানা মতে পূজা করে সুরাসুর নরে ॥
কত দিনে পাব মাগো তব নীর তীর।
শান্ত-চিত্তে বেড়াইব হইব সুস্থির ॥

গাইব বিমল গুণ জুড়াইবে প্রাণ।
শুদ্ধ হবে পাপদেহ জলে কোরে স্নান॥
দেখিয়ে জলের লীলা জুড়াবে নয়ন।
অন্তকালে পাব মোক্ষ ত্যজিলে জীবন॥
এই স্তব করে পূর্ব্বকালে মুনিগণ।
পড়িলে শুনিলে মোক্ষ হয় যশধন॥
ইতি গঙ্গার স্তব।

কল্কিপুরাণ পাঠের ফল।

শ্রীহরি-বদন হতে প্রলয়ের পরে।
নিঃসৃত পুরাণ এই কল্কি নাম ধরে॥
বেদ আদি যত কিছু সর্ব্ব শাস্ত্র সার।
ধরাতলে বেদব্যাস করেন প্রচার॥
কল্কির প্রভাব যত ইহাতে বর্ণিত।
পড়িলে শুনিলে ফল ফলে অগণিত॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বেদে ক্ষত্রি রাজা হন্।
বৈশ্যগণ ধন ধান্যে মানী শূদ্রগণ॥
পুত্রার্থির পুত্র হয় ধনার্থির ধন।
বিদ্যার্থির বিদ্যা লাভ ব্যর্থ কদাচন॥

এই ফলে শ্রীহরিরে কোরে দরশন ।
তীর্থ-স্থানে পায় মুক্তি লোমহরষণ ॥
ভারত পুরাণ বেদ আদি রামায়ণ ।
সকলেতে আদি অন্ত হরি-সঙ্কীর্ত্তন ॥
সেই হরি অবতীর্ণ কল্কি অবতার ।
দিবা নিশি তাঁর পদে কর নমস্কার ॥
সজল জলদ শ্যাম কল্কি ভগবান্ ।
সবার করুন্ তিনি মঙ্গল বিধান ॥

ইতি মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত কল্কি-
পুরাণ সমাপ্ত ।

কলিকাতা ।

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিট ৮ সঙ্খ্যক ভবনে সংবাদ-
জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র বসাক-দ্বারা
মুদ্রিত। সন ১২৮৫ সাল ১ পৌষ

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত মুনিমতের প্রস্তুতীয়, ব্যবহৃত ও পরীক্ষিত মহৌষধি কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৮ সংখ্যক ভবনে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

দন্ত কঠিনতার মহৌষধ।

প্রতিদিন রোগ থাকিলে তিনবার নচেৎ প্রাতে একবার এই চূর্ণের দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিলে নিশ্চয়ই দাঁতের গোড়া এত কঠিন হইয়া উঠিবেক যে বৃদ্ধদিগের পতিতোপযোগী দন্তও আর পড়িবেক না। ইহাতে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি, দাঁতের পোকা, দাঁত কন্‌কনানি প্রভৃতি মুখের কোন রোগ ও দুর্গন্ধ থাকে না। কসুও ধরে না। এক জনের ছয় মাস ব্যবহারোপযোগী চূর্ণের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

বিশুদ্ধ নিমের তৈল।

[illegible], চুলকানি, ঘামাচি, পাঁচড়া, ব্রণ, [illegible], মহাব্যাধি প্রভৃতি যত প্রকার চর্ম্মরোগ আছে, কিছু দিন উক্ত মহোপকারী তৈল মর্দ্দন করিলে নিশ্চয়ই ভাল হইবেক। তবে সকল

জলের তৈলে উপকার দর্শে না, উহা বাছিয়া লওয়া ও শোধন করা অতি সুকঠিন। অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র এই তৈল ব্যবহার করিয়া দেখিলে ফল জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক সিসির মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অজীর্ণনাশক বটিকা।

অজীর্ণই সকল রোগের উৎপত্তির কারণ। প্রত্যেক বার আহারের পর এক একটি বটিকা সেবন করিলে সকল রোগের উপশম হয় ও কোন রোগ জন্মে না। অপর পেট ফাঁপা প্রভৃতি উদরের কোন উপদ্রব থাকে না। পঞ্চাশটি বটিকার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

উদরাময় চূর্ণ।

রক্তামাশয় প্রভৃতি উদর-পীড়া মাত্রেই ভাল হয়। এক প্যাকেটে অনুমান দশ তোলা চূর্ণের মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।